



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 17 Issue • 17 January, 2022, Monday • ৩ মাঘ, ১৪২৮, সোমবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

রাতে বন্ধ প্রত্যাহার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি। রাজনীতির ক্যারিয়ারে আরও একটি সাফল্যের মুকুট পরলেন তরুণ-তুলী নেতা তথা তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী-নিলয়ের রন্ধদ্বার বৈঠকেই হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। গভীর রাতের এই বৈঠকেই “বাগে” আনলেন ত্রিপ্রা মথা ও টিএসএফ নেতৃত্বকে। ১৭ জানুয়ারি টিএসএফ আহুত ১২ ঘণ্টার রাজ্য বন্ধ প্রত্যাহার হলো এদিনের মন্ত্রী-নিলয়ের রন্ধদ্বার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই। বৈঠক থেকে বেরিয়ে মধ্যাহ্নতাকারী তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও টিএসএফ নেতৃত্ব সমান সুরে দাবি করেন বন্ধ প্রত্যাহার হলো সকলের একমত। আলোচনার মাধ্যমে। ইতিবাচক আবহে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, তারপরও টিএসএফ নেতৃত্ব যে দাবি উত্থাপন করেছে তা সরকার নিশ্চয়ই দেখবে। টিএসএফ নেতৃত্ব বরাবরই দাবি করেন দুই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। তাছাড়া সেদিন



বৈঠক ডাকা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, তারপরও টিএসএফ নেতৃত্ব যে দাবি উত্থাপন করেছে তা সরকার নিশ্চয়ই দেখবে। টিএসএফ নেতৃত্ব বরাবরই দাবি করেন দুই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। তাছাড়া সেদিন

আগেই রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন ধরে নিয়েছে বন্ধ হব। তাই বন্ধকে কেন্দ্র করে জারি হলো নির্দেশ। সরকারি বা আধা সরকারি, সরকার অধীনস্থ ও পিএসইউ সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর ও প্রতিষ্ঠানের সকলকে যথারীতি উপস্থিত থাকার নির্দেশ জারি করা হয়েছে স্বাক্ষর সময়। আবার পুলিশ প্রশাসন কর্তারাও একই দাবি করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কারণ রবিবার বিকেলেই আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টিএসএফ নেতৃত্ব জানিয়েছেন বন্ধের কথা। তারই আবার ঘোষণা করলেন বন্ধ প্রত্যাহার করার। তবে সোমবারের চিত্র সোমবারেই পরিষ্কার হবে। এদিকে, সন্ধ্যার তীব্র আলোয় মন্ত্রী টিএসএফ রাত গড়তেই নিইয়ে গেল। তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে মিটিং করতে খুমলুঙ থেকে কারফিউ ভেঙে টিএসএফ নেতার আগরতলায় চলে আসেন এবং পরে ঘোষণা দিয়েছেন, সোমবারের বার ঘণ্টার বন্ধ তারা তুলে নিয়েছেন। দুই যুবক ছাত্রকে পুলিশি হেনস্তার বিরুদ্ধে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিএসএফ নাকি ধর্মালঙ্কার বাহিনী?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোমামুড়া, ১৬ জানুয়ারি। ‘আগে আমরা এখানে-সেখানে এমন ঘটনার কথা শুনতাম, আজ নিজের জায়গাতেই দেখতে পেলাম। আইনের কি কোনও শাসন নেই! এইভাবে কি রাজ্য চলতে পারে?’ গরুর মাংস নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং বিএসএফ”র মধ্যে মারপিট নিয়ে সোমামুড়ার মতিনগরের জনৈক নাগরিক এইভাবেই প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলেন সাংবাদিকদের। সকালে মতিনগরের ফকিরাদোলা এলাকায় একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য গরু কাটা হয়। এই কথা শুনে ইউসি নগর বিভাগ”র বিএসএফ জওয়ানরা সেখানে যান, এবং মানুষের সাথে ঝগড়া জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, গরু কাটার আশুপ্তি জানায় বিএসএফ জওয়ানরা। জওয়ানরা একজনকে তাড়া করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি হয়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ যে বিএসএফ ক্যাম্পে কাউকে নিয়ে যাওয়া মানেই তাকে মারপিট করা হয়। তাই তারা বাধা দিয়েছেন। বিএসএফ এক সময় লাঠি চালিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষও পালটা হামলা করেন। এক মহিলাসহ তিন গ্রামবাসী আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন, এক বিএসএফ জওয়ানও। বিএসএফ জওয়ানরা শুনে ছয়বার গুলি চালিয়েছেন বলে মানুষের বক্তব্য। তাদের আরও অভিযোগ, মানুষের বাড়ি ঘরেও বিএসএফ হামলা করেছে। মানুষ এক সময় রাস্তা অবরোধ করেন। গকুলনগর থেকে বিএসএফ”র অফিসাররা সেখানে যান, পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের লোকজনও যান। পরে ঠিক হয়েছে, আগামীকাল মিটিং হবে এই নিয়ে। বিএসএফ”র বক্তব্য, পেট্রোলিং করতে বেরিয়ে রাস্তার পাশে গরু কাটতে দেখে আশুপ্তি করেন তারা, রাস্তার পাশে কাটতে না করেন, তাতেই খামেলা তৈরি হয়। বিজেপি সরকারে আসার পর থেকেই এইরকম সমস্যার তৈরি হচ্ছে। বিশালগড়ে বিয়েবাড়িতে খাবার নষ্ট করা হয়েছে। আগরতলার জয়পুরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠানের আগে গণ্ডগোল পাকিয়েছে একটি ধর্মীয় সংগঠনের লোকজন। ভিন্ন ধর্মীদের বিয়ে নিয়েও সমস্যা তৈরি করা হয়েছে। আদালত চত্বরে আইনজীবী পর্যন্ত মার খেয়েছেন।

বাবার পথেই হাঁটলেন মেয়ে শাঁওলি

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি। ২০০৩ সালে দেশের সংস্কৃতি জগতের অন্যতম সম্মান সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। ২০০৯ সালে অভিনয়ের জন্য ‘পদ্মশ্রী’ সম্মান পান। ২০১২ সালে ‘বঙ্গ বিভূষণ’ সম্মান। এটুকুহ জানান দেয়, তিনি সাধারণ কেউ নন। কিংবদন্তি নাট্য নির্দেশক, নাট্যকার শম্ভু মিত্র এবং তুণ্ডি মিত্রের কন্যা শাঁওলি মিত্র। রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মঞ্চে নাটকের অভিনয়ে আর দেখা যাবে না তাকে। বাংলার পথে পথে প্রতিবাদ মিছিলে আর হাঁটবেন না তিনি। তবে আগামী বছ বছর, সাহিত্য-শিল্প এবং নাট্যচর্চার অনুরাগীরা মনে রাখবেন তাঁর ‘শেষ’ ইচ্ছার কথাটিও। মৃত্যুর পরেও তিনি যে তাঁর বাবার পথ অনুসরণ করবেন, এ কথা ঘৃণাকরেও কেউ টের পায়নি। কোনওদিন বলেননি কাউকে। ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার পর ঋণাশ্রমের চুক্তিতে তিনি যখন ছাইভস্ম, তখনই অগণিত ভক্তরা জানলেন, নাট্যমঞ্চে র অনন্য প্রয়াত হয়েছেন। শাঁওলিদের বাবা শম্ভু মিত্রও একইভাবে পরিবারকে জানিয়েছিলেন, উনার মৃত্যুর পর সেজে না ওঠে এমনই নির্দেশ ছিল সকলকে প্রয়াণের খবর দেওয়া হয়।



অনাথবৎ” কন্যা জানিয়ে গিয়েছিলেন, দাহ কার্যের পর তাঁর মৃত্যুর খবর যেন জানানো হয় সবাইকে। তাঁর শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী এবং রাজনীতিবিদ অপিতা ঘোষ। বাবা শম্ভু মিত্রের মতোই মৃত্যুর পরবর্তী শম্ভু মিত্রও একইভাবে পরিবারকে জানিয়েছিলেন, উনার মৃত্যুর পর সেজে না ওঠে এমনই নির্দেশ ছিল সকলকে প্রয়াণের খবর দেওয়া হয়।

ইচ্ছাপত্রে তাঁর মানস-পুত্র এবং কন্যা সায়ক চক্রবর্তী এবং অপিতা ঘোষের উপরেই তাঁর দাহ কার্যের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। মহা-সমারোহ বা পুষ্পসম্ভবকে তাঁর দেহ সাজিয়ে তোলার বিরুদ্ধে ছিলেন শাঁওলি। অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই সাদামাটাভাবে, সবার অগোচরে চলে যেতে চান তিনি। প্রয়াত পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের ‘যুজি তকো আর গল্পো’ ছবিতে ‘বদ্বালা’র চরিত্রে দেখা গিয়েছিল শাঁওলিকে। অভিনয় করেছেন ‘বিতত বীতংস’, ‘ডাকঘর’, ‘পুতুলখেলা’, ‘একটি রাজনৈতিক হত্যার’ মতো একাধিক কালজয়ী নাটকে। অভিনয় সুবাদেই তিনি ২০০৯-এ পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত। এ ছাড়াও সম্মানিত হয়েছেন সঙ্গীত-নাটক একাডেমি (২০০৩) এবং বঙ্গ-বিভূষণ (২০১২) সম্মানে। ২০১১-র বঙ্গব্রত সার্থক জন্মবর্ষ উদযাপন কর্মির চেয়ারপার্সন ছিলেন তিনি। শাঁওলির প্রয়াণে গভীর শোক জানিয়েছেন পর্দা, মঞ্চ দুনিয়ার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী। তাঁর লেখায়, ‘অনেক আমার পেয়েছি, অনেক ভালবাসা। আমার করে কত কী খাইয়েছিলেন। আমি যে তাঁর বন্ধু বিপ্লবকেতন ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কারাতে ইন্টারভিউ স্থগিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি। কারা বিভাগে ওয়ার্ডার (পুরুষ) পদে ইন্টারভিউ স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। কারোনা পরিস্থিতির নাম দিয়ে ইন্টারভিউ স্থগিত রাখা হয়েছে। ওয়ার্ডার পদে আগেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল কারা কর্তৃপক্ষ। একজন ওয়ার্ডার পদে নিয়োগ নিয়ে ২০০৮ সালে মামলা হয়েছিল উচ্চ আদালত। এই মামলায় উচ্চ আদালত নিয়োগটি পুনর্বিবেচনা করতে রায় দিয়েছিল। যথারীতি আদালতের নির্দেশে ওয়ার্ডারের একটি পদের জন্য আবার ইন্টারভিউ নেওয়ার তারিখ ঘোষণা করা হয়। ১৮ জানুয়ারি ইন্টারভিউ নেওয়ার তারিখ ছিল। কিন্তু করোনার ক্রমবর্ধমান আক্রান্তের জন্য ইন্টারভিউ স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ প্রিজন ত্রিপুরা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। জেল কর্তৃপক্ষের রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এর তরফে খবর জানানো হয়েছে।

সম্পদের গোয়েবলসীয় প্রচারে কাঁপছে রাজ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। মুলায়ন যদি না থাকে তাহলে ভালো কিংবা মন্দের যাচাই করা অসম্ভব হয়ে পড়বে এটা স্বাভাবিক। পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের গুণগত এবং মেধাগত

পরিস্থিতিতেও নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে ছাত্রছাত্রীদের গুণগত মূল্যায়ন করে এরপরই ফল প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু কোনওরকম বিচারবিশ্লেষণ ছাড়াই নিজে থেকে প্রথম হয়ে যাওয়ার বগল বাজানো একমাত্র মানসিক ভারসাম্যহীন উন্মাদের

Financial Year (2021-2022)						
State * District * Block						
Select State TRIPURA						
Monitoring Review meeting - District Level						
S.No	State Name	District Name	District type (Aspirational District/Other Backward region)	Meeting at District level (1 meeting every month)		
				Annual Target	Achieved	No. of Participants
1	TRIPURA	DHALAI	Aspirational District	12	0	0
2	TRIPURA	Gomati	Other Backward District	12	0	0
3	TRIPURA	Khowai	Other Backward District	12	0	0
4	TRIPURA	NORTH TRIPURA	Other Backward District	12	0	0
5	TRIPURA	Sepahajala	Other Backward District	12	0	0
6	TRIPURA	SOUTH TRIPURA	Other Backward District	12	0	0
7	TRIPURA	Unakoti	Other Backward District	12	0	0
8	TRIPURA	WEST TRIPURA	Other Backward District	12	0	0

LSOI Exemption occurred !!

অগ্রগতি যেমন যাচাই করা যায় না তেমনি যে কোনও কাজের ক্ষেত্রেও ওই কাজের মূল্যায়ন অর্থাৎ নানা প্রক্রিয়ায় বিচার পদ্ধতি আবশ্যিক। এর মাধ্যমে ওই কাজের গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব হয় এবং যাবতীয় দুর্বলতা চিহ্নিত হয়। যে কারণে ভেদ করে নাকালীন

পক্ষেই সম্ভব। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীযুৎ দেববর্মণের অধীনে থাকা গ্রামোন্নয়ন দফতরের কার্যকলাপকে মানসিক ভারসাম্যহীন উন্মাদের কার্যকলাপ সদৃশ ভাবা না গেলেও এই দফতরের কর্মকর্তাদের মানসিক স্থিতি এবং বোধ ও বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, এই

দফতরের প্রধান কর্তা হিসেবে উপমুখ্যমন্ত্রী যীযুৎ দেববর্মণ প্রায় প্রতিদিনই ফল প্রকাশ করে। কিন্তু কোনওরকম বিচারবিশ্লেষণ ছাড়াই নিজে থেকে প্রথম হয়ে যাওয়ার বগল বাজানো একমাত্র মানসিক ভারসাম্যহীন উন্মাদের দফতরের প্রধান কর্তা হিসেবে উপমুখ্যমন্ত্রী যীযুৎ দেববর্মণের অধীনে থাকা গ্রামোন্নয়ন দফতরের কার্যকলাপকে মানসিক ভারসাম্যহীন উন্মাদের কার্যকলাপ সদৃশ ভাবা না গেলেও এই দফতরের কর্মকর্তাদের মানসিক স্থিতি এবং বোধ ও বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, এই

বিধায়কদের দাপটে নির্ভর করছে করোনা বিধি!

উৎসব-মেলার প্রশাসনিক অনুমতিও দেদার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব



রবিবার দিনভর উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে হাজারো ভক্তদের ভিড়ের একাংশ।

আত্মন রেখে সাম্প্রতিককালে কয়েকবার বলেছেন, বিধি উল্লঙ্ঘন করলে কঠোর ব্যবস্থা যাতে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে ঠিক উল্টোটাই

রকম ভূমিকা পালন করছে। রাজ্যের সচেতন এবং শিক্ষিত নাগরিক, প্রশাসনের করোনা বিষয়ক নিয়ম নিয়ে কর্মকাণ্ডগুলোকে ‘দ্বিচারিত’ বলে আখ্যায়িত করছেন। রবিবার শহরের প্রাণকেন্দ্র তথা অভয়নগরে বাহারি আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো পৃথিবী মেলা। পৃথিবী ওয়েলফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি ও পৃথিবী লাই-হারাওবা কমিটির উদ্যোগে এবং রাজ্যের তথা ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় পৃথিবী লাই হারাওবা উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রবিবার এই মেলায় কি হারে সাধারণ মানুষের জমায়েত হয়েছে এবং একের পর এক বাহারি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে তা উপস্থিত সকলেই জানেন। সোমবার বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন খোদ



জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত কীর্তনকে ঘিরে বাহারি উদ্যোগ বন্ধ রয়েছে। পাঁচ দিনব্যাপী একই অনুষ্ঠানের অনুমতি পেলো আমতলি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

নামসংকীর্ণন আয়োজন করেছিল। প্রশাসন এই পত্রিকা খবর প্রকাশের পর তা বন্ধ করে দেয়। একইভাবে গত দুদিন আগে বন্ধ করে দেওয়া

সংকীর্ণন এবং মেলার আয়োজন। ৫০ বছর পূর্তির সেই আয়োজন বন্ধ করে দেওয়া হলো শহরের পৃথিবী মেলা বন্ধ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাসভবনে এডিসির ক্ষমতা দখল নিয়ে জোর আলোচনা হয় মথার এমডিসি অ্যান্টনি দেববর্মণের সঙ্গে। এদিন গভীর রাতের রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে এক প্রস্থ আলোচনা হয় বিজেপিতে যোগদানের ব্যাপারে। ক্ষমতা দখলের জন্য আরও চারজন এডিসি সদস্যের প্রয়োজন হলেও তা জোগাড় করে নিতে বেশি সময় লাগবে না বলেও জানিয়েছে বিজেপি সূত্র। এক্ষেত্রে এবার অ্যান্টনিকেই ব্যবহার করবে বিজেপি। তবে দলতান্ত্রিক বিরোধী আইনে এডিসির ক্ষেত্রে ফাঁক রয়েছে বলেই এটা সম্ভব এমন কথাও জানিয়েছে বিজেপি। আর ফাঁক কোথায় তা খুঁজতে রাতেই এডিসির সংবিধান খুঁজছে ত্রিপ্রা মথা।

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

AGARTALA GUWAHATI KOLKATA DELHI/NCR

9774414298

53 Shishu Uddyan Biplani Bitan A. K. Road Agartala 799001

বিজ্ঞপ্তিতে বিবাহ না হয়ে ‘পারুল’ নামের পাশে ‘প্রকাশনী’ দেখে ‘পারুল প্রকাশনী’র ইই কিনুন

এডিসিতে ক্ষমতার দন্দ্ব শুরু হয়ে যায় একবারে প্রথম থেকেই। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে শপথ নেনবন বলে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি নিজে কোনও দায়িত্বে যাননি। শেষ পর্যন্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে তিনি পছন্দ করে নেন পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়াকে। অথচ তার দলেই নির্বাচিত সদস্য হিসেবে রয়েছে প্রান্তন বিধায়ক অনিবেশ দেববর্মণ। ছিলেন প্রান্তন আমলা চিত্ত দেববর্মণ। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ এদেরকে দূরে রেখে তুলনায় আনকোর পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়াকে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। একজন শিক্ষককে যেন হতে হবে কল্লতর!

প্রতিবাদী কলম

খবর নয়, নেন বিবৃতি

7085917851



রাতে সরকারি আবাসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব দলের কার্যকর্তাদের সাথে মিটিং করছেন। রবিবারের ছবি

সোজা স্পোর্টস ব্রিটিশ যুগ

পুলিশ যে দলদাস তা নতুন কিছু নয়। যখনই যে দলের সরকার ক্ষমতায় থাকে পুলিশ সেই দলের হয়ে কাজ করে। এরাভ্রো বামেরাই কিন্তু পুলিশকে দলদাস বানানোর কাজটা শুরু করেছিল। রামেরা ক্ষমতায় এসে তার পুরোপুরি ফায়দা তুলছে। শেষ যে পুরসভা নির্বাচন হলো তাতে তো রাজা পুলিশ ‘দলদাসে’ দেশ সেবার পুরস্কারের জন্য নাম জমা দিতে পারে। অবশ্য পুলিশের এই দলদাস হওয়ার কারণও আছে। পছন্দের জায়গায় বছরের পর বছর পোস্টিং, অবৈধ রোজগার। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে গেলে প্রশাসনের সাহায্য দরকার। আর প্রশাসনকে নির্দেশ দেবে তো শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা। সুতরাং যে পুলিশ বা পুলিশ অফিসার যত বেশি দলদাস তিনি তা তারা তা থেকে তত বেশি সুবিধা এবং অবশ্যই অবৈধ রোজগারে কোটিপতি হবেন। সার্কিট হাউস এলাকায় দুই জনজাতি ছাত্রের উপর অমানুষিক অত্যাচারের আসল যে মাস্টারমাইন্ড তিনি ট্রাফিক পুলিশের একজন হাবিলদার। পুলিশের একজন হাবিলদারের বেতন কত ? কিন্তু তিনি আখাউড়া সীমান্তে কোটি টাকা খরচে বাড়ি বানিয়েছেন। ২০ বছর ধরে ট্রাফিকে একই জায়গায় পোস্টিং। বাম আমলে বামের দলদাস তো রাম আমলে রামের দলদাস। এই হাবিলদার সাহেব নাকি গোটা ট্রাফিক দফতরে সিণ্ডিকেট রাজত্ব গড়ে রেখেছেন। তার কাছে নাকি সুপার পর্যন্ত বশ। আর এই ঘটনা সম্ভব হচ্ছে দলদাসের জন্য। পুলিশের এই দলদাস হওয়ার সুযোগে অবশ্য কখনও চিত্র সাংবাদিক তো কখনও সাংবাদিক বা তার পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে যাচ্ছে। ত্রিপুরা পুলিশের চরিত্র নাকি ব্রিটিশ আমলে এদেশের পুলিশের মতো। তবে ব্রিটিশ কি দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে।

বিশ্বাসঘাতকতা দিবস মোর্চার

● **চারের পাতার পর** করেছে যে, দেশের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি নিয়ে টালবাহানা করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে যা দেশের কৃষকদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গের শামিলা। একই সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কোনও রকম রীতি-নীতির তোয়াক্কা না করে পুরো উদ্ধত আচরণ করে চলেছে। প্রমাণ হিসেবে সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্পষ্ট ভাবেই বলতে চায় যে লখিমপুর খেিরি নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করেছে যে, বিজেপি দল ও তার সরকার মানুষের জীবন ও সম্মানের তোয়াক্কা করে না। কারণ, হত্যাকাণ্ডের পর গঠিত ‘সিট রিপোর্টে ওই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে সেই চক্রান্তের সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের

কথাও বলা হয়েছে। অথচ কৃষকদের কটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে, তার পরেও ঐ ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রেখে দেওয়া হয়েছে। বরং উল্টো পথ ধরে ঘটনার সাথে কিষান মোর্চার সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জুড়ে দিয়ে গ্রেফতারের চেষ্টা করছে বিজেপি দলের তল্লিবাহক উত্তর প্রদেশের সরকারের পুলিশ। এর তীব্র বিরোধিতা করে সংযুক্ত কিষান মোর্চা সিদ্ধান্ত নিয়েছে লখিমপুরের ঘটনা নিয়ে ও চক্রান্তকারীদের ঘণ্টন ঘণ্টন করে দাবিতে লখিমপুরেই স্থায়ী আন্দোলন শুরু করা হবে। যার নামকরণ করা হয়েছে ‘মিশন উত্তরপ্রদেশ’। সেখান থেকেই কিষান বিরোধীদের উচিত শিক্ষা দেবারও ঈশিয়ারি দিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা। সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পাঞ্জাব

বিধানসভার নির্বাচনে সংযুক্ত কিষান মোর্চা’র কিছু শরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে তারা আপাতত এপ্রিল মাস পর্যন্ত সংযুক্ত কিষান মোর্চার শরিক থাকছেন না। সংযুক্ত কিষান মোর্চার নামও তারা ব্যবহার করতে পারবেন না। সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে বলে সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। মোর্চা বলেছে, এই বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য জবাব দিতে সংযুক্ত কিষান মোর্চা সম্পূর্ণ তৈরি। একই ভাবে এই বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ খুলে দিতেই আগামী ৩১ জানুয়ারি সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরা ব্যাপক পরিসরে (কোভিড বিধি মেনে) সারা রাজ্যেই ‘বিশ্বাসঘাতকতা দিবস’ পালন করবে। রাজ্যেও এই দিনটি পালনের জন্য নানা জায়গায় প্রচার জারি রয়েছে।

রাবারের গোডউনে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৬ জানুয়ারি।। শনিবার গভীর রাতে ফটিকরায় থানাধীন পূর্ব গকুলনগরে এক রাবারের গোড়াউনে হানা দেয় চোরের দল। গোড়াউন থেকে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার রাবার শিট চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। গোড়াউনের মালিক তাপস কল। শনিবার রাতে চুরির ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি জনাজনি হয় রবিবার সকালে। স্থানীয় লোকজন এদিন গোড়াউনের দরজা খোলা দেখে তাপস কল’কে খবর দেন। তিনি গোড়াউনে এসে দেখেন প্রচুর পরিমাণ রাবার শিট উধাও। বিষয়টি বুঝতে আর অসুবিধা হয়নি যে, রাভের অঙ্ককারে রাবার শিট চুরি হয়ে গেছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার পুলিশও ছুটে আসে তদন্তের জন্য। তবে এখনও পর্যন্ত চোর ধরা পড়েনি।

নেতা প্রবীর

● **চারের পাতার পর** পৃথিবীতে আসতে ৫৪ বছর সময় লেগেছে। আর কোভিড ভ্যাকসিন ভারতে নিজেই করতে সক্ষম হলো মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে সবচেয়ে বেশি টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার সাফল্যের কথা তুলে ধরেন প্রবীর চক্রবর্তী। ভারতের কোভিড টিকা দেওয়ার এক বছরে সবচেয়ে বড় ও দ্রুততম টিকাদান অভিযান সম্ভব হয়েছে। যা গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে।

শেষ টেস্টে

● **সাতের পাতার পর** স্মিথ ২৭ রান করেন। উভ ডুটি এবং ব্রড ৩টি উইকেট নেন। প্রথম তিনটি টেস্ট জিতে আগেই সিরিজ পকেটে পুরে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। চতুর্থ টেস্ট ড্র হয়। শেষ টেস্টে আবার অস্ট্রেলিয়া জিতল।

প্রার্থী হয়েই

● **ছয়ের পাতার পর** প্রার্থী হিসেবে বসসি পঠান থেকে লড়ার ঘোষণা করার পর এ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি তাঁরা দাদা মুখ্যমন্ত্রী চম্মি। পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সিধুও কিছু জানাননি। দল মনোহরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে কি না সে ব্যাপারেও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি কংগ্রেসের তরফে। যদিও মনোহর বলেছেন, সিধু তাঁর সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও সেই বৈঠক রবিবার অবধি হয়ে ওঠেনি।

টিসিএ-র

● **সাতের পাতার পর** রামনগরের এক ক্লাব ছাড়া সিংহভাগ ক্লাবই যুগস্কাটনের বিরুদ্ধে তৈরি ক্লাব প্রতিরুট না করে টাইট দিতে চাইছেন। এদিকে, সদরে ক্লাব ফ্রিক্‌ট না হলে মহকুমাতে যদি ক্লাব ফ্রিক্‌ট হয় তবে তা নিয়ে বিরাত বিতর্ক তৈরি হবে। এটা আগাম বুঝতে পেরে এক অফিস অর্ডার মারফত মহকুমাগুলিতে ফ্রিক্‌ট বজায় নির্দেশ দেন। আগে সদর ক্রিকেটের সমস্যার আঁচ পড়তো না মহকুমার ক্রিকেটে। কিন্তু বর্তমানে সব কিছুই সম্ভব। শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য টিসিএ-র এক কর্মকর্তা ক্রিকেটকে নিয়ে জুয়া খেলেনে। ডু বছর ত্রিশ্কাটনা। ক্রিকেটাররা বলেছে ক্রিকেটের পক্ষে দোষের কিছু। অথচ তিনি দিবা ক্ষমতা জাহির করে চলেছেন।

শীতঘুম ভাঙলো

● **পাঁচের পাতার পর** মধুপুর থানার অন্তর্গত কামথানা, কৈশাচে পা., হরিহরদোলা, পুটিয়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় এখনও গাঁজা চাষ হচ্ছে। এদিন যে বাগান এলাকায় পুলিশ হানা দিয়েছে সেখানেও এখনও আরও বাগান আছে বলে সূত্রে খবর। তার পাশাপাশি কোানিয়াপালা চৌমুহনি এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে গাঁজা চাষ চলছে। গত দুই বছর আগে পুলিশ সেই এলাকায় হানা দিয়েছিল। কিন্তু এ বছর এখনও সেখানে হানা পড়েনি। ওই এলাকার কাজল, অমল, সুরজিৎ, দুলালায় পুলিশের সার্কের ফান নিয়ে দর কষাকষি চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর। যদিও পুলিশের বর্তমান অবস্থান দেখে অনেকেই আশা করছেন হয়তো লোক দেখানোর জন্য হলেও তারা অভিযান সংগঠিত করবে।

সুর চড়া লেন মদন

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি।। শনিবারই দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। রবিবার সুর আরও চড়ািলেন তিনি। পাশাপাশি কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন দলের মহাসচিব পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়ের দিকে। করোনা আবহে আগামী দু’মাস সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাবেশে রাশ টানার বিষয়ে অভিশেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ব্যক্তিগত’ অভিমত নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুশাল ঘোষ ও শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ গড়িয়েছে অনেক দূর। গোলমাল মেটাতে দলের মহাসচিব বলে হস্তক্ষেপ করতে হয়। শনিবারই সাংবাদিক বৈঠক করে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির অধ্যায় শেষ করার নির্দেশ দেন পার্শ্ব। জানিয়েছেন, কারণও

কোনও বক্তব্য থাকলে তা বাইরে নয়, দলের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে জানাতে হবে। অন্যথায় ব্যবস্থা নেবে দল। তার পর ‘সাময়িক’ বিরতিতে কুশাল, কল্যাণ দু’জনেই। কিন্তু লাগাতার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে চলেছেন মদন মিত্র। শনিবার নেটমাধ্যমে বক্তব্যের পর রবিবার প্রকাশ্যে মদন যা বলেন, তার নির্ধাস মূলত এক। তিনি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে হরিশ চ্যাটার্জি স্টিটের কার্যালয়ে যাওয়া যায় না। অভিশেক একই ব্যাপ্ত যে তাঁর অভিশেক আমাদের মতো সাধারণ কর্মীরা পৌঁছতে পারেন না। ত পসিয়ার দলীয় কার্যালয় ভাঙা পড়েছে।” এই প্রেক্ষিতে মদনের প্রশ্ন, ‘আমি দলের বিরুদ্ধে বলছি না। কিন্তু কিছু বলায় থাকলে তা জানাব কাকে?’ একই সঙ্গে সরাসরি পার্থকে কটাক্ষ করে মদন বলেন, “তাই উনি যদি আমায়

বলে দেন, ওঁর বাড়ির তলায় যে কনস্টেবল থাকেন, তাঁর কাছে দিয়ে যাবেন, আমি সেখানেই দিয়ে আসব।” শনিবার নেটমাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারে এসে মদন বলেছিলেন, “শুনছিলাম, যাঁর যা বিক্ষোভ তা দলের মধ্যে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন, দলের মধ্যে কোথায়, কাকে বলতে হবে। তাঁকে কোন ঠিকানায় পাওয়া যাবে। কারণ কর্মীরা বলছেন, তৃণমূল ভবনে এক মাত্র সুরত বক্সী ছাড়া কাউকে পাওয়া যায় না।”এই মন্তব্যের পর রবিবার ফের একই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মদন। এ বার আরও সুর চড়িয়ে জানতে চাইলেন একই কথা। পাশাপাশি কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়ের দিকে। দলের মহাসচিব তথা শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির প্রধান কি এবার এ নিয়ে কড়া হবেন? মদনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবে দল? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অখিলেশের দলে দারা

● **তিনের পাতার পর** আমাকে দুঃখ দিয়েছে।” এদিকে আজই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক অসীম অরংশ। গেরঙ্গা শিবিরে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার যোগ দেওয়ার পর বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুব্রাণ ঠাকুর বলেছেন, “যারা দলকে কটাক্ষ করে বলেন, “যারা

দাস্তা করে তারা সমাজবাদী পার্টিতে যায়, যাঁরা দাস্তাকারীদের ধরে শাস্তি দেয় তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেন।” প্রসঙ্গত, যোগী আদিত্যনাথ নিজে ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় উত্তর প্রদেশের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিজেপির প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছে। সেই ঘটটি মেটাতে এবার

ওবিসি এবং দলিতদের টাগেট করেছে গেরঙ্গা শিবির। কিন্তু যেভাবে একের পর এক দলিত নেতা ও মন্ত্রী দল ছাড়ছেন, তাতে দলিত ভোটের আশাও ক্রমশ ক্ষীণ হওয়া শুরু করেছে। তা ছাড়া এভাবে মন্ত্রী ও বিধায়কদের দল ছাড়ার ঘটনাও ভোটটারদের উদ্দেশে খুব ভাল বার্তা না।

রাতে বন্ধ প্রত্যাহার

● **প্রথম পাতার পর** এই বন্ধু ডেকেছিলেন তারা। ‘ত্রিপুরা পুলিশ হায় হায়’ স্লোগান দিয়েছেন রাস্তায়। কোভিড বিধি অনুযায়ী তাদের প্রশাসন আঁকানোর সাহস পায়নি, আবার কারফিউ ভেঙে এসে মিটিংও করেছে। মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি নয় এই মিটিং, জরুরি পরিসেবাও নয়, কী গ্রাউন্ডে তারা কারফিউ দিয়ে আসতে পেরেছেন তা জানা না

গেলেও টিএসএফ’র সাথে মন্ত্রীর মিটিং শুধু টিএসএফ নয়, তিপ্রা মখা’র যুব নেতারাও ছিলেন। মন্ত্রী বলেছেন, তিপ্রা মখা থেকে যারা এসেছেন, তারা তার পরিচিত বন্ধু, টিএসএফ’রও বন্ধু, তাদের ওরিজিন সব এক। ভবিষ্যতে তাদের ব্যঙ্গ একসাথে কাজ করবেন। তিনি বলেছেন, টিএসএফ বুঝতে পেরেছে, বন্ধু কোনও সমাধান

নয়। আবার মন্ত্রী বলেছেন, টিএসএফ যা বলেছে, তা সঠিকভাবেই বলেছে। তাদের দাবি ‘কিছুদিনের’ মধ্যেই দেখা হবে, ‘জাস্টিস’ দেয়া হবে। টিএসএফ’র দাবি, ‘কালপতি’ ত্রিপুরা ট্রাফিক পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে তদন্ত, হেনস্তা হওয়া ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। টিএসএফ চারদিনের সময় দিয়েছে।

প্রশাসনিক অনুমতিও দেদার

● **প্রথম পাতার পর** হয়নি ওই এলাকার শাসক দলের এক পা-চাটা নেতার দৌলতে। অথচ গত ২৪ ঘণ্টা আগেও ধুমধাম করে শহরের বনমালীপুর রামঠাকুর সেবা মন্দিরে শত শত ভক্তদের উপস্থিতিতে উৎসব আয়োজিত হয়েছে। করোনা বিধি বিষয়টি নিয়ে স্বভাবতই সংশয় জাগছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ইতিমধ্যেই বলাবলি শুরু হয়েছে, করোনা বিধির ক্ষেত্রে প্রশাসন দেখে নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক কে রয়েছেন। রাজ্যের যে প্রান্তে যে বিধায়ক দাপট দেখাতে পারেন, সেখানে ‘করোনা বিধি’ বলে কিছু নেই। রবিবার শহরের যথাক্রমে আঁকরা এলাকার পাঁচদিনব্যাপী গৌরাদ মহাপ্রভুর নাম-যজ্ঞও মহাহংসবের আয়োজন করা হয়েছে। আমতলি বাজার বাবসারীবৃন্দ ৩৭তম অষ্টপ্রহর এই

আয়োজনাটি ইতিমধ্যেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শুরু করে দিয়েছেন। আমতলি থানার নাকের ডগায় এরকম একটা মেলা কিভাবে অনুমতি পেলে প্রশাসনের তা রাজ্যের প্রতিটা রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিক অনুমান করতে পারবেন। এদিকে জঁবি বাজার বাবসারী সমিতির একই কর্তীন বন্ধ, অনুমতিতে আমতলির কীর্তনে বদ্ধ, শত ভক্তদের ভিড়। একইভাবে রবিবার হাজার অধিক ভক্তদের ভিড়ের সরগরম ছিল উন্নয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির চত্বর। মায়ের মন্দিরে এদিন বিনা দূরত্ব বজায় রেখেই লাইন দিয়ে শত শত ভক্তরা ঘণ্টাক্রমে অপেক্ষা করে পূজাপ্রণ করেছেন। এমন বহু আইন আন্দোলন ডিগ্রি গত কয়েকদিন ধরেই প্রশাসনিক অনুমতিতে লক্ষ্য করা

মেলা বা অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করার জন্য অনুমতি দিচ্ছে এবং সেই মোতাবেক আয়োজনও হচ্ছে। অথচ, রবিবার শহরের নির্দিষ্ট তিনটি জায়গায় উলদারি চালিয়ে সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করেছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে এখন একটাই বক্তব্য। আইন আদৌ আছে কী? প্রশাসন সরকারের সিদ্ধান্তকে সঠিকভাবে কার্যকর করছে কি না, তা দেখার জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে রাজ্যের? রাজ্যের এই দ্বিচারিতা কিভাবেই মেনে নিচ্ছেন না সাধারণ নাগরিক বরা। থণ্ডে ক’টি জেলায় একাংশ যথাক্রমে অপেক্ষা করে পূজাপ্রণ সাকলের জন্য সমান না হয় এবং তা যদি মন্ত্রী বা বিধায়ক নির্ভর হয়, তাহলে এর চেয়ে লজ্জার প্রশাসন আর হতে পারে না।

ট্রিপল ইঞ্জিনের পথে খুমলুঙ

● **প্রথম পাতার পর** বেছে নেওয়ার পর থেকেই দলে অসন্তোষ তৈরি হয়। কিন্তু প্রদ্যোত মণিকোণে ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠাবেন না বলে কেউই বিদ্রোহের পথে হাঁটেননি। যদিও এডিসি চালাতে গিয়ে নিতা সমস্যা তৈরি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনিমেষ দেববর্মাকে উপ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। কিন্তু এতে অসন্তোষ থেমে থাকেনি। এডিসির কার্যনির্বাহী কমিটিতে নেওয়া হয়নি জুনিয়র রবীন্দ্র দেববর্মাকে। নেওয়া হয়নি অনন্ত দেববর্মাকে, নেওয়া হয়নি অ্যান্টনি দেববর্মাকে। রাজনীতিগতভাবে যারা প্রত্যেকেই নির্বাহী কমিটিতে শামিল হবেন বলে ধরে নিয়েছিলেন, মহারাজা নির্বাহী কমিটিতে স্থান দিয়ে দেন আনকোরা এমন সব ব্যক্তিকে, যারা কোনওদিন রাজনীতির সঙ্গেই জড়িত ছিলেন না। প্রাক্তন সাংবাদিক কমল কল্যায়েরও এমন বাড়াবাড়িত এবং দ্রুত উত্থান মেনে নিতে পারেননি তিপ্রা মখা’র নির্বাচিত বহু সদস্য। কিন্তু প্রদ্যোত মণিকো যা ভালো মনে করেছেন তেমনভাবেই সাজিয়েছেন। ফলে এ নিয়ে প্রকাশ্যে দেবউ কোনও

মন্তব্য করেননি। কিন্তু প্রত্যেকেই যে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন এটা তারাও জানেন। আর বিজেপিও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে নানা কৌশল প্রয়োগ করেছে। যে কৌশলে কোনওরকম গরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও গোয়ায় সরকার গড়ে ছিলো বিজেপি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও মণিপুরে সরকার গড়ে ছিলো বিজেপি। একই তত্ত্ব প্রয়োগ করে এডিসি দখল করতেও চায় তারা। এক্ষেত্রে মূল সার্জনের ভূমিকা নিয়েছেন তথা সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। জানা গেছে, তার অপারেশনের মাধ্যমে শীঘ্রই অ্যান্টনি দেববর্মা বিজেপিতে যোগ দেবেন। খোলা ঘুরে যেতে বেশি সময় লাগেনা না বলেও বিজেপি সূত্র বলেছে। তাদের বক্তব্য, উপজাতিরা ক্রমেই বুঝতে পারছেন, পাছাড়ে ট্রিপল ইঞ্জিন গঠিত হলে এর সুবিধা প্রতিটি ঘরে গিয়ে পৌঁছাবে। উন্নয়নে কোনও কমতি থাকবে না বলেও তাদের দাবি। সে কারণেই এডিসি ক্রমেই গেরঙ্গা ঝড়ের দিকে এগিয়েছে বলেও সূত্রটি বলেছে। অংকের নিরিখে ২৮ সদস্যক এডিসিতে বিজেপির সংখ্যা ৯।

নির্দল ১ এডিসি সদস্য ভূমিকানন্দ রিয়াং বিজেপিতে মিশে যাওয়ায় বিজেপির সদস্য হয়েছে ১০। আর তিপ্রা মখা’র সদস্য ১৮। এডিসিতে ক্ষমতায় আসতে গেলে কম পক্ষে ১৫ জন সদস্যের প্রয়োজন। এদিক থেকে এডিসিতে ক্ষমতা দখল করতে গেলে বিজেপির আরও ৫ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। বিজেপি সূত্র বলছে, উন্নয়নের স্বার্থে অ্যান্টনি ছাড়া আরও চার জন জেগাড় করতে পারেন বলেও খবর। তবে কারা কারা এই তালিকায় রয়েছেন এখনই নাম প্রকাশ করতে তারা অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য, সময়মতো সবকিছু থকাশ করা হবে। তবে এডিসিতে যে শীঘ্রই পদাফুল ফুটছে আর জোড়া লাগছে তৃতীয় ইঞ্জিনের এটা প্রায় হফল করেই এদিন বলে দিয়েছেন বিজেপির এক শীর্ষ নেতা।

অসন্তোষ

● **তিনের পাতার পর** অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে শিক্ষা ভবনে তাল দািয়েছিল। অনলাইনে ক্লাস হয়েছে, অনলাইনে পরীক্ষা দেব। এরকম অভুত দাবি ছিল। সরকার মেনেও নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

বিরোধীরা

● **তিনের পাতার পর** সবাইকে টিকা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হত।” রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্ৰিমা ভট্টাচার্যও একইভাবে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে ঝঁধেছেন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের টিকা-রাজনীতির শিকার হয়েছে বাংলা। বাংলাকে কম টিকা দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন। অধীর বলেন, “এটা কেন্দ্রের আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছুই না। সবকলের জোড়া টিকা হয়নি। অথচ ফেন তুললেই মোদিকে ধনবাদ জানানো হচ্ছে। মিথ্যের ঢোল বাজিয়ে সরকার নিজের কথাই নিজে রাখতে পারেনি। এটা লজ্জার!” সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, টিকাকরণ নিয়ে চূড়ান্ত মিথ্যার নির্মাণ চলছে। কেন্দ্র, রাজ্য দু’পক্ষই এতে সমান ভাবে দায়ী বলে দাবি করেছেন সুজন।

অতিমারি

● **তিনের পাতার পর** হয়ছে এবং যারা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে তাদের সংক্রমিত করেছে। এছাড়াও, এই রপটি সেই সমস্ত লোকদেরও আক্রমণ করছে যাদের ভ্যাকসিনের সুরক্ষা নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩ থেকে ৯ জানুয়ারির মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১.৫ কোটি কোভিড-১৯-এর ঘটনা ঘটেছে, যা আগের সপ্তাহের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেশি।

বাবার পথেই

● **প্রথম পাতার পর** চক্রবর্তীর মেয়ে। অনেক কিছু শিখেছি, মঞ্চাভিনয়ের খুঁটিনাটি। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখেছি তাঁর অভিনয়, সেই ছোটবেলা থেকে। আমার নাকট দেখে মনে করে খুব প্রশংসা করেছিলেন। আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিলাম। বড় হয়ে এক সঙ্গে একটা কাজ করার আর্জি নিয়েও গিয়েছিলাম, সিনেমায়। করেননি। তাই আর এক সঙ্গে কাজ করার বা একদম সামনে থেকে অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হল না।’

বুলডোজার

● **চারের পাতার পর** কর্নারে অভিযান হয়েছে। যদিও ছোট হকারদের দাবি তাদের সরকার চালাতে এই দোকান করতে হয়। তাদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থাও করা হয়নি। উল্টো দিকে আগরতলায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা সরকারি রাজ্য দখল করে রেখেছে। এগুলির বিরুদ্ধে আদৌ অভিযান করা হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন ছোট হকাররা।

জখম দুই

● **চারের পাতার পর** থেকে তৎক্ষণাৎ রেফার করা হয়েছে আগরতলার জঁবিপি হাসপাতালে। অরুণিৎ দেববর্মার চিকিৎসা চলছে ধলাই জেলা হাসপাতালেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় টিআর ০৭ সি ০৬৮৭ নম্বরের স্করপেও গাড়িটি অতিরিক্ত গতিতে সরাপিয়ে হারিয়ে যাত্রীবাহী টমটমটিকে ধাক্কা দেয় এতে টমটমের দুই যাত্রী রক্তাক্ত হয়। পথচলতি মানুষ তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে এবং দমকল বাহিনীকে খবর দিলে দমকলের গাড়ি এসে আহতদের ধলাই জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। পুলিশ এসে স্করপিও গাড়িটিকে আটক করে আমবাসা থানায় নিয়ে যায়।

দেহ উদ্ধার

● **আটের পাতার পর** থানায় খবর দেয়। এরপর এ এস আই সমীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতত্ত্বের জন্য। মৃতদেহে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে পুলিশের প্রাথমিক দাবি হল এটি মানসিক রোগদাক থেকে আত্মহত্যার ঘটনা। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলোই এর বিষয়ে চূড়ান্ত করে কিছু বলা যাবে বলে পুলিশ আধিকারিক সমীরবাবু জানান। যদিও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা গ্রহণ করে ঘটনার ছানবিন শুরু করেছেন উনারা।

নেশার বাড়বাড়ন্তে বন্ধ নেই চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জানুয়ারি।। নেশাখোরদের আন্তানায় পরিণত হয়ে রয়েছে চড়িলামের বেশ কয়েকটি এলাকা। পরিস্থিতি দিনের পর দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চুরির ঘটনা। ইদানীংকালে নেশাখোরদের তাত্তব বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ চিন্তায় রয়েছেন। একাংশ নেশাখোরদের দৌরায্যে পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ তাতে অত্যন্ত ভুলছেন। কেননা ওই সকল নেশাখোররা জড়িয়ে পড়ছে চুরি কাজে। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের অভিমত, নেশাখোরদের হাতে যখন পরস্যা না থাকে তখন চুরির তাণ্ডব শুরু করে দেয় বলে অভিযোগ। মানুষের বাড়িঘরের উঠোন থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও হাতের কাছে যা পাচ্ছে তা চুরি করে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। সেই টাকায় নেশার ট্যাবলেট এবং নেশাজাতীয় সামগ্রী ক্রয় করছে। গত কয়েকদিনে চড়িলাম বাজার থেকে কয়েকটি বাইসাইকেল চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও শনিবার রাত্রিতে এক ব্যবসায়ীর বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। গত কয়েকদিন আগেও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত একটি বাইসাইকেলের হদিস পাওয়া যায়নি। ব্যবসায়ীদের ধারণা, এই সকল চুরি কাণ্ডে নেশাখোর একাংশ যুবক জড়িত রয়েছে। চড়িলাম এলাকার জনগণ বারবার দাবি তুলেছে রাস্তের আঁধারে বিশালগড় থানার টহলদারি বাড়ানোর জন্য। কিন্তু পুলিশের এ ধরনের কোনো ভূমিকা দেখতে পাচ্ছেন না এলাকার জনগণ। ফলে রাস্তের আঁধারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়ছে নেশাখোরদের তাণ্ডব। এই সকল নেশাখোরদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ চড়িলামবাসী।

কেরোসিনের কালোবাজারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ জানুয়ারি।। বাম আমলে যা ঘটে ছিল রাম আমলেও যেন তার প্রতিচ্ছবি বারবার দেখা যাচ্ছে। সরকারিভাবে পেট্রোল পাম্পে আসা কেরোসিন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে খোলাবাজারে। অথচ সবকিছু জানা সত্ত্বেও খাদ্য দফতরের অধিকারিকরা টুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। বিশালগড় থেকে এমনি কিছু অভিযোগ উঠে এসেছে আবারও। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিশালগড় বাজারের প্রতিটি মিষ্টির দোকান-সহ অন্যান্য জায়গায় কেরোসিন পৌঁছে দিচ্ছে কালোবাজারিরা। রবিবার দুপুরে বিশালগড়ের একজন রেশন ডিলার এদিন প্রকাশ্যে পাম্প থেকে কেরোসিন নিয়ে যাওয়ার ভিডিওটি নিজেই মোবাইল ফোনে ক্যামেরাবন্দি করেছেন। সেই ভিডিও ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমের হাতে এসেছে। বিষয়টি স্থানীয় নাগরিকরাও প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তারা রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, বিষয়টি যেন তদন্ত করে দেখা হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে রাউৎখলার উত্তম নামে এক ব্যক্তি ড্রাম ভর্তি করে কেরোসিন নিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, সেই ব্যক্তি খোলা বাজারে কেরোসিন বিক্রি করে। পেট্রোল পাম্প থেকে এভাবে কেরোসিন বিক্রি করাটা বেআইনি কাজ। তাই গোটা ঘটনার যদি তদন্ত শুরু হয় তাহলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে বলে স্থানীয়দের অভিমত। তাই তারাও সন্দিহান আদৌ সংশ্লিষ্ট দফতরের কোনো তদন্ত করবে কিনা।

গাড়ি নিয়ে বেকায়দায় পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জানুয়ারি।। নিজেদের দায়িত্ব কতব্য পালনে ইচ্ছে থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গাড়ির সংকট। ফলে কর্তব্য পালনে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। গাড়ি সংকটে ভুগছে বিশ্রামগঞ্জ থানা। মাত্র তিনটি গাড়ি রয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানায়। একটি গাড়ি থানার ওসির জন্য বরাদ্দ। আর বাকি দুটি গাড়ি দিয়ে যাবতীয় সকল ধরনের কাজ করতে হচ্ছে থানার পুলিশ কর্মীদের। বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত রয়েছে চারটি থাম পঞ্চায়েত এবং ১৬টি ভিলেজ

বিলোনিয়ার সম্মেলনে মানিক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ জানুয়ারি।। রবিবার বিলোনিয়া সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরদার। এদিন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পুনরায় মহকুমা কমিটির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাপস দত্ত। সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট আনুয়ক নারায়ণ কর, বিধায়ক সুনন্দ দাস, বাসুদেব তুমুদদার, দীপঙ্কর সেন, পরিক্ষিপ্ত মুন্ডাসিং প্রমুখ।

হেরোইন-সহ পুলিশের জালে দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জানুয়ারি।। আবারও পুলিশের অভিযানে প্রচুর পরিমাণ হেরোইন-সহ আটক দুই যুবক।



ধর্মনগরের বাগবাসা আউটপোস্টের পুলিশকর্মীরা নেশা বিরোধী অভিযান চালায়। রবিবার বিকেলে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের চন্দ্রপাড়া সংলগ্ন

হাজার টাকা হবে। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা হল নাজমুল হক (৩১) এবং ময়মুল হক (২৯)। তাদের বহিকটিও আটক করা হয়। হেরোইন, ব্রাউন সুগারের মতো

নেশার বেড়াজালে জড়িয়ে একাংশ যুবক তাদের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। নেশায় আসক্ত হয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে তারা। একাংশরা নেশার জন্য টাকার যোগান দিতে চুরি করছে। আর অপরদিকে যুবকদের কাছে নেশা সামগ্রী পৌঁছে দিতে যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নেশা কারবারিরা। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় একটি ঘটনার পরও পুলিশ নেশা কারবারের রায়ববোয়ালদের জালে তুলতে পারছে না। এদিন যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের পেছনে আরও লোকজন জড়িত আছে। এখন পুলিশ তাদের সহায়তায় অন্য সদস্যদের ধরতে পারে কিনা তা সময়ই বলবে। পুলিশ জানিয়েছে পৃথ দু'জনকে সোমবার আদালতে পেশ করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজও মোবাইল পরিষেবা স্বপ্নের মত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নতুনবাজার/ করবুক, ১৬ জানুয়ারি।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকার জনগণ বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক যুগের সর্বাধিক ব্যবহৃত মোবাইল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে উক্ত এলাকার জনগণ। নতুনবাজার থানা এলাকার তীর্থমুখ, মন্দিরাড়ি, রইস্যাবাড়ি-সহ একাধিক এলাকা মোবাইল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এই সমস্ত এলাকার জনগণ যেকোনো বিপদকালীন অবস্থায় কিংবা জরুরিকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের

সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও অনলাইনে পড়াশুনা থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বিএসএফ জওয়ানরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছেন। সেই সঙ্গে উক্ত এলাকাগুলিতে থাকা বিভিন্ন সরকারি দফতরের অধিকারিক-সহ কর্মচারীরাও মোবাইল পরিষেবা না থাকায় অনেক দুর্ভোগে পোহাতে হচ্ছে। এদিকে রাজ্য সরকার মন্দিরাড়ি থেকে নারিকেল কুঞ্জকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সাজিয়ে তুলেছে। এই পর্যটন স্থানে পর্যটকরা এসেও নেট পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে

স্বাভাবিকভাবে পর্যটকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। উক্ত এলাকাবাসীরা দাবি জানিয়েছেন মোবাইল পরিষেবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এইরকম পূর্ব ত্রিপুরা সাংগদ রেবতী ত্রিপুরা জানান, এই সমগ্র এলাকা সম্পর্কে তার নজরে রয়েছে। তিনি সব দিক বিচার বিবেচনা করে ভারত সরকারের টেলিকম দফতরের মন্ত্রী সাথে কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, সর্ব দিক খতিয়ে দেখে ত্রিপুরায় আরো ৩৯০টি বিএসএনএল টাওয়ারের দাবি করেছেন বলে জানান তিনি। এখন দেখার বিষয়, এই সমস্ত এলাকার জনগণের ভাগ্য কবে নাগাদ পরিবর্তন হয়।

পিকনিক আসরে খুনে গ্রেফতার তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ জানুয়ারি।। মকর সংক্রান্তির আগের রাতে



পিকনিকের আসরে খুন হয়েছেন দীনেশ দেববর্ম। খোয়াই বাইজালবাড়ি এলাকার সিপাহিপাড়ায় এই ঘটনা। দীনেশ দেববর্মার হত্যাকাণ্ডের সাথে তার

তিন বন্ধু জড়িত বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। সেই মোতাবেক খোয়াই থানার পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। সঞ্জু দেববর্মী, অলিন দেববর্মী এবং সুপার দেববর্মাকে আদালতে পেশ করার আগে করোনা পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তী সময় দু'জনের

মধ্যে একজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। তাই দু'জনকে রবিবার খোয়াই আদালতে পেশ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় দায়েরকৃত মামলার নম্বর ২/২২। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩২৬/৩০২/৩৪০ এবং ৩৪১ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার পরই নিহত দীনেশ দেববর্মার পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্ত তিনজনের দিকেই আঙ্গুল তুলেছিলেন। ঘটনার রাতে তারা সবাই পিকনিক করেছিল। সেখানেই কোন একটি বিষয় নিয়ে দীনেশ দেববর্মার সাথে অলিন দেববর্মী এবং সঞ্জু বগড়া হয়। তখনই তিন, সর্ব প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় ছুরি দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয় ওই যুবককে। দীনেশ দেববর্মাকে খোয়াই হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে আনা হলেও প্রাণ রক্ষা করা যায়নি।

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ছাত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ জানুয়ারি।। স্কুটি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত কলেজ ছাত্র এখন জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। দুর্ঘটনায় তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। ওই কলেজ ছাত্রের নাম টুটন দেবনাথ। বয়স আনুমানিক ২২ বছর। রবিবার রাত ৭টা নাগাদ কল্যাণপুর থানাধীন খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়কের ভূতাবাড়ি এলাকায় টুটন দেবনাথ স্কুটি নিয়ে অমর কলোনি থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে আসছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী স্কুটিটি খুবই দ্রুত গতিতে ছিল। সেই গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি টুটন। শেষে রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা খায় স্কুটিটি। দুর্ঘটনার পর টুটন রাস্তায় ছিটকে পড়েন। মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়ে রাস্তাতেই পড়ে থাকেন ওই যুবক। পথচলতি মানুষ তার এই অবস্থা দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন। তারা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে। তারা ঘটনাস্থলে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর টুটন দেবনাথকে রেফার করা হয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় টুটনের স্কুটিটি একেবারে দুমড়ে-মুছড়ে গেছে। কল্যাণপুর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, দুর্ঘটনায় তার মাথার সামনের অংশ ফেটে গেছে। যে কারণে শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থাতেই তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে সকলেই চিন্তিত।

গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ জানুয়ারি।। নিজ বাড়ির নারিকেল গাছ থেকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন বছর চল্লিশের যুবক কার্তিক পাল। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা কল্যাণপুর থানাধীন ঘিলাতলী থাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডে এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কার্তিক পাল বাড়ির সামনেই একটা স্টেশনারি দোকান



দিয়েছেন। প্রতিদিনের মত আজও দুপুরবেলা দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যান, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাড়িরই একটি নারিকেল গাছ থেকে নারিকেল পড়তে যান। যদিও জানা গেছে তিনি কাউকে খুঁজছিলেন যারা নারিকেল গাছ থেকে নারিকেল পেড়ে দেয়। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে কাউকে না পেয়ে নিজেই নারিকেল গাছে উঠে পড়েন কার্তিক পাল এমনটাই পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিসরে কিছু দূর উঠার পরেই গাছ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যান কার্তিক। এরপর সাথে সাথে বুক, মাথা, হাত-সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পান কার্তিক। মুহূর্তেই জ্ঞান হারান তিনি। পরিবার পরিজন-সহ এলাকাবাসীরা ভড়িঘড়ি করে আহত কার্তিক পালকে কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন।

দুর্ঘটনায় আহত দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৬ জানুয়ারি।। আমবাসায় জাতীয় সড়কে টমটম এবং স্ক্রপিউর সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দু'জন। রবিবার সন্ধ্যায় আমবাসা-কমলপুর সড়কে দুর্ঘটনার পর আতরদেব উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আহতদের নাম অরজিৎ দেববর্মী এবং সুধাংশু পাল। দু'জনের মধ্যে সুধাংশু পালের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টিআর০৭সি০৬৮৭ নম্বরের স্ক্রপিউ গাড়িটি আটক করেছে আমবাসা থানার পুলিশ।

ছবিমুড়া পরিদর্শনে কিরণ গিতো



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৬ জানুয়ারি।। রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ছবিমুড়া পরিদর্শন করলেই পর্যটন দফতরের সচিব কিরণ গিতো। তার সাথে দফতরের এক প্রতিনিধি দলও ছবিমুড়ায় আসে। প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাস, মহকুমাশাসক বিজয় সিনহাও। ছবিমুড়ায় নতুন রাস্তা-সহ পিকনিক স্পট পরিদর্শন করেন তারা। পরিদর্শন শেষে কিরণ গিতো

জানান, গত এক বছরে ছবিমুড়ায় প্রায় ৪ হাজারের মত পর্যটক এসেছেন। তাছাড়া তিনি জানান, ছবিমুড়াকে আরও বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। পাহাড়ের গায়ে যে ছবিগুলো নকশা করা হয়েছিল সেগুলি এখন খসে পড়ছে। আগামী দিনে সেই ছবিগুলো যাতে সংরক্ষিত করা যায় সেই ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে স্থানীয়দের বক্তব্য, এর আগেও বহুবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে

ছবি সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমানে ছবিমুড়ার ছবিগুলো খুবই ভয়ানক। আছে। যদি শীঘ্রই ছবিগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে ওই পর্যটন কেন্দ্রের মূল আকর্ষণ চিরতরে হারিয়ে যাবে। এখন যেহেতু পর্যটন দফতরের আধিকারিকরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাই সবার আশা এবার কাজ হবে।

ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে উধাও বধু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জানুয়ারি।। যত সব ঘটনা যেন এ রাজ্যে। জন্মদাত্রী মা ছোট শিশুকে ছেড়ে দিতে রাজি পরকীয়া সম্পর্কের জন্য। তবে শিশুটির মা স্বেচ্ছায় অপর বাড়িতে গিয়েছেন বলে মনে করছেন না তার বাবা। মহিলার বাবার বক্তব্য, তার মেয়েকে জোরপূর্বক নিয়ে গেছে দেবু নামে এক অভিযুক্ত। শিশুটির মা করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এরপর থেকেই তার কোনো হদিশ মেলেনি। পরে জানা যায়, তিনি উদয়পুরে দেবু নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আছেন। রবিবার মহিলার বাবা এবং মা ওই বাড়িতে গিয়ে উঠেন। তারা সেখানে যাওয়ার পর শিশুটিকে বাবা-মার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বাবা-মা আরকপুুর থানায় এসে জানান তাদের মেয়েকে জোরপূর্বক



আটকে রাখা হয়েছে। আর শিশুটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে। বৃদ্ধ দম্পতির কথা শুনে আরকপুুর থানার পুলিশও কিছুটা অবাক হন। কারণ, সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে এ ধরনের ঘটনা খুব স্বাভাবিক হলেও বৃদ্ধ বাবা-মা যেভাবে দাবি করছেন মেয়েকে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়েছে, তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? যাকে কেন্দ্র করে গোটা ঘটনা সেই মহিলার বক্তব্য অবশ্য জানা যায়নি। এদিন মহিলার বাবা থানায় এসে জানান, তার মেয়েকে শান্তিরবাজারে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই মেয়েকে জোরপূর্বক উদয়পুর নিয়ে আসা হয়। এমনিতে মহিলার বাপের বাড়ি অমরপুরে। মহিলার স্বামী আবার কর্মসূত্রে চেষ্টাই থাকেন। সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েছে অভিযুক্ত দেবু। গত ৪দিন ধরে মহিলা দেবুর বাড়িতেই আছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, আদৌ মহিলাকে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়েছে নাকি তিনি স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছেন?

পুলিশকে পিষে মারার চেষ্টায় গাড়ি আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ জানুয়ারি।। গত ১১ জানুয়ারি রাতে বিশালগড় এলাকায় রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের পিষে মারার চেষ্টা করে একটি গাড়ি। ঘটনার পর গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে এতদিন ধরে পুলিশ সেই গাড়ির তন্মাত্রা চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই গাড়িটি আটক করা সম্ভব হয় রবিবার। এদিন বিশালগড়



করইমুড়া এলাকা থেকে সেই গাড়ি আটক করা হয়। তবে গাড়ির সামনের দরজা খুলে অস্ত্রাস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গাড়ির মালিকের নাম মহি উদ্দিন। তবে এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করেনি। গত মঙ্গলবার রাতে পুলিশ যখন নাইট কারফিউতে ব্যস্ত ছিল তখনই সেই গাড়ি দ্রুত গতিতে তাদের দিকে ছুটে আসে। আভাশকর্মীদেবে পিষে মারার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। সেই গাড়ির ধাক্কায় আহত হন দুই যুবক। পুলিশ এখন এই ঘটনায় অভিযুক্ত চালক এবং মালিককে জালে তুলতে কতদিন সময় নেয় সেটিই দেখার।

মদ্যপদের যন্ত্রণায় এজেহাল দমকর্মীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জানুয়ারি।। সংস্কৃতির শহর যেন অন্য এক নজিরবিহীন মনোনার সাক্ষী রইল। যতই দিন যাচ্ছে মদ্যপদের যন্ত্রণায় এজেহাল রাস্তায় পড়ে থাকার প্রবণতা ধর্মনগর জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বড়দিন শেষ হয়ে জানুয়ারি প্রবেশের পর যুবকদেরা তা বেড়ে গেছে। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা হিমশিম খাচ্ছে তাদেরকে সামাল দিতে। উল্লেখ্য, শনিবার অগ্নি নির্বাপক দফতরে আটটি কল আসে তার মধ্যে পাঁচটি ছিল মদ আসক্ত ব্যক্তির রাস্তায় পড়ে থাকার ঘটনা। আভাশকর্মীদেবে পিষে মারার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। সেই গাড়ির ধাক্কায় আহত হন দুই যুবক। পুলিশ এখন এই ঘটনায় অভিযুক্ত চালক এবং মালিককে জালে তুলতে কতদিন সময় নেয় সেটিই দেখার।

কাউকে পড়ে থাকতে দেখে, তখনই অগ্নি নির্বাপক দফতরে ফোন করে জানানয় দুর্ঘটনাজনিত কারণে রাস্তায় কেউ পড়ে আছে। তড়িঘড়ি করে দফতরের কর্মীরা ছুটে আসে, এসে পড়ে থাকা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এমনও হচ্ছে একজনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে না দিতেই আরেকটি কল। গিয়ে দেখে একই ধরনের ঘটনা। এই ধরনের ঘটনাকে সামাল দিতে গিয়ে অনেক সময়ই প্রকৃত দুর্ঘটনায় যারা আহত তাদেরকে নিয়ে যেতে দেরি হয়ে যায়। উল্লেখ্য, জেলার সদর কাঞ্চালয় হলেও এখনো এই দফতরে কর্মী স্বল্পতা রয়েছে। কখনো কখনো

এই ধরনের দুর্ঘটনায় আসক্ত ব্যক্তিদের টানতে টানতে ক্ষোভ প্রকাশ করছে কর্মীরা। মানবতার খাতিরে রাস্তায় পড়ে থাকলে তাদের সঠিক ঠিকানা দেওয়া দেওয়া মানব জীবনের স্বাভাবিক কর্তব্য। একই ধরনের ঘটনা একের পর এক ঘটে যাওয়ায় তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা। যারা মাদকাসক্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে তাদের জন্য সরকার যদি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা বহন করে তাহলে একদিকে যেমন অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা রেহাই পাবে, অন্যদিকে যারা প্রকৃত দুর্ঘটনাগ্রস্ত তাদের সঠিক সময় সঠিক সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

জানা অজানা

নেপচুনের চেয়ে বড় ভিনগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল জলীয় বাষ্পের ধোঁয়া

জল আছে বোঝা গেল। তা সে তরল অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক, আছে জলীয় বাষ্প হয়ে। এই ভিনগ্রহে। আছে কি প্রাণও? সৌরমণ্ডলের বাইরে এমন একটি ভিনগ্রহের হদিশ মিলল যার বায়ুমণ্ডলে রয়েছে জলীয় বাষ্প। ফুটন্ত জলের কেটলি থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার মতো সেই জলীয় বাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে মহাকাশে।পৃথিবী থেকে মাত্র ১৫০ আলোকবর্ষ দূরে থাকা ভিনগ্রহটি আকারে এই সৌরমণ্ডলের গ্রহ নেপচুনের চেয়েও বড়। তার নাম ‘টিওআই ৬৭৪বি’। গত বছর এটির আবিষ্কার হয়েছিল। এবার তার বায়ুমণ্ডলে হদিশ মিলল জলীয় বাষ্পের। যা ধরা পড়ল নাসা-র ট্রানজিটিং এক্সোপ্ল্যানेट সার্ভে স্যাটেলাইট (টেস)’-এ। গত বছর টেস-এর নজরেই প্রথম ধরা দেয় এই ভিনগ্রহটি। সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রটি পিয়ার রিভিউ পর্যায়ে পেরিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা ‘দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল’-এ। তার আগে গবেষণাপত্রটিকে অনলাইনে

প্রকাশ করা হয়েছে এ সপ্তাহে। গবেষকরা জানিয়েছেন, এই সৌরমণ্ডলের গ্রহ নেপচুনের আকারের এই ভিনগ্রহটি যে নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে সেটির ভর সূর্যের ভরের অর্ধেক। ভিনগ্রহটি তার নক্ষত্রের এতটাই কাছে রয়েছে যে মাত্র সাড়ে ৪৭ ঘণ্টায় প্রদক্ষিণ করছে সেই নক্ষত্রটিকে। নক্ষত্রের এত কাছে থেকেও সেই ভিনগ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলের কণা পাওয়া গেল কীভাবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল এখনও মেটেনি। তাদের ধারণা, ভিনগ্রহের নক্ষত্রটি আদতে লাল বামন নক্ষত্র (‘রেড ডোয়ার্ফ স্টার’)। তার বিকিরণের তেজ কম বলেই হয়তো ভিনগ্রহের বায়ুমণ্ডলে এখনও পাওয়া গিয়েছে জলের কণা। কৌতূহলের অবসান ঘটাতে ইতিমধ্যেই ভিনগ্রহটির দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে নাসা- হার্র স্পেস টেলিস্কোপ। নাসা-র সদ্য মহাকাশে পাঠানো জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দিয়েও এই ভিনগ্রহটির উপর নজর রাখা হবে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কত বড়?

ব্যােরোমিটারের উদ্ভাবক বিজ্ঞানী টরিসেলি বলেছিলেন, ‘বিশাল এক বায়ু সমুদ্রের তলদেশে আমরা ডুবে আছি।’ আসলেই তাই। সেই সমুদ্রের তলদেশে আমরা মানুষ বাস করছি পিঁপড়ার মতো। আর আমাদের নিচের মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের নীল গোল গ্রহটি। পৃথিবীর চারপাশ ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের চার ভাগের তিন ভাগই আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটারের মধ্যে। আরও দূরে যেতে থাকলে ক্রমেই ছোট হয়ে আসে বায়ুর পুরুত্ব। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ বিপুটি ঠিক কোথায় অবস্থিত? এ বিষয়ে নেই কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরের একটি রেখার নাম কারমান রেখা। একে অনেক সময় বহিস্থ মহাকাশ আর পৃথিবীর মধ্যর সীমানা ধরা হয়। রেখাটির দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ১.৫৭ অংশ। তবে মহাকাশযান পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় কিন্তু ১২০ কিলোমিটার দূরে থাকতেই বায়ুমণ্ডলের কণার সঙ্গে ধাক্কা খেতে শুরু করে। এ ধাক্কায যেন ক্ষতি না হয় সে জন্যও মহাকাশযানে বিশেষ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে। তাহলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আসলে কোন পর্যন্ত? এ বিষয়ে সম্প্রতি একটি নির্ভরযোগ্য উত্তর দিয়েছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি এসা (ESA)। এ কাজে তারা ব্যবহার করেছে সোহো অবজারভেটরির ২০ বছরের পুরোনো উপাঙ্গ। তাদের প্রকাশিত ফলাফল যথেষ্ট চমকপ্রদ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একেবারে বাইরের অঞ্চলের নাম জিওকরোনা। আর এই জিওকরোনার বিস্তৃতি চাঁদের সীমানা থেকেও বহুদূর। জিও কণাটার মানে হলো পৃথিবী। আর করোনা মানে মুকুট। তার মানে জিওকরোনার অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবীর মুকুট।

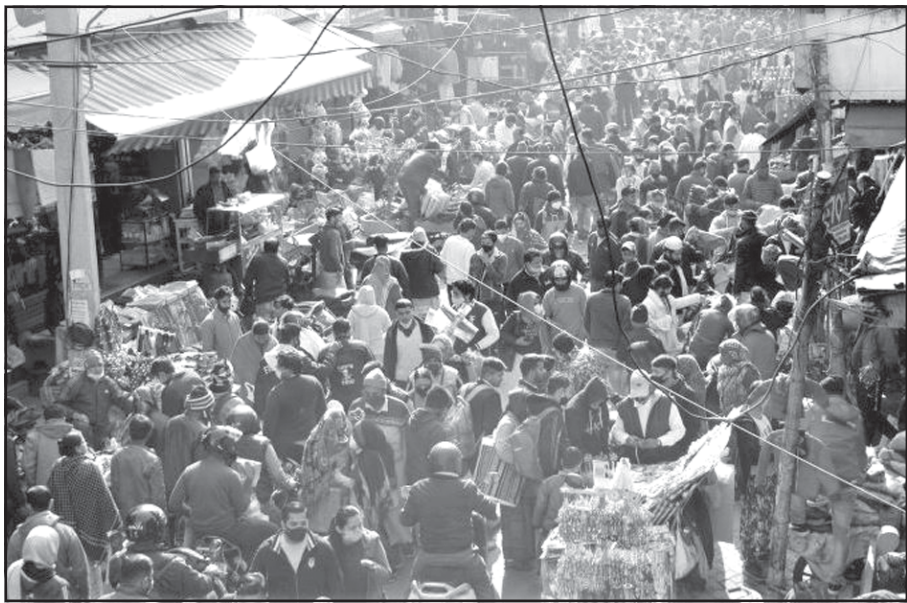


জিওকরোনার কথা বিজ্ঞানীরা আগেও জানতেন। জানতেন, এটা মূলত হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত। তবে ঠিক কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, সেটা জানা ছিল না। এবার জানা গেল এর চৌদ্দি। আসলে শুধু চাঁদের সীমানা পার হয়ে গেছে বললে এর সত্যিকার পরিচয় বলা হয় না। চাঁদের কক্ষপথ থেকেও প্রায় দ্বিগুণ দূরত্ব পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব হলো ৩ লাখ ৮৪ হাজার কিলোমিটার। আর জিওকরোনার বিস্তৃতি ৬ লাখ ৩০ হাজার কিলোমিটার। দূরত্বটা পৃথিবীর ব্যাসের ৫০ গুণ। তার মানে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে পাক খাচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরে থেকেই। সোহো প্রকল্পের মাত্রা ১৯৯৫ সালে। পূর্ণ নাম সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফিরিক অবজারভেটরি নাম অবজারভেটরি হলেও আসলে এটি একধরনের মহাকাশযান। শুরু হয়েছিল নাসা ও এসার যৌথ উদ্যোগে। মেয়াদকাল দুই বছর ধরে কাজ শুরু হলেও আজ ২৪ বছর পরও কাজ করে যাচ্ছে যানটি। সোহোরই একটি যন্ত্রের নাম সোয়ান। এই যন্ত্রটিই পৃথিবীর জিওকরোনা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেছে। সোয়ানের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করেই জিওকরোনায় হাইড্রোজেনের উপস্থিতির কথা জানা গেছে। পাশাপাশি ঠিক কোথায় গিয়ে জিওকরোনার ইতি ঘটেছে, সেটাও জানা সম্ভব হয়েছে। অনেক সময় আমরা চাঁদ বা সূর্যের চারপাশটা ঘিরে মুকুটের মতো একটা জিনিস দেখি। তবে এই মুকুট কিন্তু সূর্য বা চাঁদের নিজের মুকুট নয়। এটা বরং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কণারই কারসাজি। গবেষণাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন রাশিয়ার স্পেস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ইগর বালিউকিন।

হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে হত্যার নিদান! হরিদ্বারে গ্রেফতার স্বঘোষিত ধর্মগুরু

দেৱাদুন, ১৬ জানুয়ারি।। হরিদ্বার ঘৃণা-ভাষণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর দ্বিতীয় গ্রেফতারির ঘটনা ঘটল। এবার পুলিশের জালে যতি নরসিংহানন্দ গিরি। শুক্রবার এই মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন ওয়াসিম রিজভি ওরফে জিতেন্দ্র নারায়ণ সিংহ ত্যাগী। হরিদ্বারে তথাকথিত ধর্ম সংসদে মুসলিমদের গণহত্যার নিদান দেওয়ার ঘটনা নিয়ে দেশে তোলপাড় পড়ে যায়। হস্তক্ষেপ করতে হয় শীর্ষ আদালতকে। তার পরই শুক্রবার পুলিশ গ্রেফতার করে ওয়াসিম রিজভিকে। ওয়াসিম ধর্ম পরিবর্তন করে জিতেন্দ্র নারায়ণ সিংহ ত্যাগী নাম ধারণ করেন। এই গ্রেফতারির পর মুখ খুলেছিলেন নরসিংহানন্দ। তিনি পুলিশ আধিকারিকদের হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, “তোমরা সবাই মরবে।” ঘটনাক্রমে তার পর নিজেই গ্রেফতার হয়ে গেলেন নরসিংহানন্দ। হরিদ্বার ঘৃণা-ভাষণ মামলায় দায়ের হওয়া এফআইআরে ১০ জমেরও বেশি ব্যক্তির নাম রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নরসিংহানন্দ, জিতেন্দ্র ত্যাগী, অন্নপূর্ণ প্রমুখ। গত বুধবার সুপ্রিম

কোর্ট উত্তরাখণ্ড সরকারকে ১০ দিনের মধ্যে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এর পরই নড়েচড়ে বসে উত্তরাখণ্ড পুলিশ। তারই ফলশ্রুতি ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দু’টি গ্রেফতারির ঘটনা। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জনা প্রকাশ ও সাংবাদিক কুরবান আলির দায়ের করা মামলার শুনানি ছিল। যাতে স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব হয় সে জন্য আবেদনকারীরা হরিদ্বারে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-ভাষণের ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের আবেদন জানান শীর্ষ আদালতে। গত বছর ডিসেম্বরের ১৭ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত হরিদ্বারে চলা তথাকথিত ধর্ম সংসদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অস্ত্র তুলে নেওয়া এবং ওই ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্তদের প্রকাশ্যে হত্যা করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এর বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জনা প্রকাশ ও সাংবাদিক কুরবান আলি। সুপ্রিম কোর্ট উত্তরাখণ্ড সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠায়।



বেড়েই চলছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। তারই মাঝে গুরুগ্রামের সদর বাজার মার্কেটে মানুষের উপচে পড়া ভিড়।

মেলেনি ভোটের টিকিট, আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা সমাজবাদী পার্টির কর্মীর!

লখনউ, ১৬ জানুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে দলের একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে কাজ করে এসেছেন। তবুও বিধানসভা নির্বাচনে দল তাঁকে প্রার্থী করেনি। এই অবস্থায় ক্ষোভ, অভিমান খুব স্বাভাবিক। আর সেই ক্ষোভ থেকে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির এক সদস্য। লখনউতে পার্টির সদর দফতরের সামনে গিয়ে আগুন দিলেন তিনি। পথচলতি মানুষের স্টেশনায় তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে। ভোটের আগে এই ঘটনায় স্বভাবতই বিভ্রম্শনায় পড়েছে অধিবাসের দল। জানা গিয়েছে, সমাজবাদী পার্টির ওই সদস্যের নাম আদিত্য ঠাকুর। তিনি দলের আলিগড় শাখার একজন সক্রিয় সদস্য। রবিবার সকালে আলিগড় থেকে

কেড়ে নিয়েছে। ভোটের টিকিট তাঁর কাছ থেকে ছিনতাই করা হয়েছে। আদিত্য’র আরও দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। তাহলে কেন দল তাঁকে ভোটে লড়াইয়ের সুযোগ দিল না? এই প্রশ্ন তুলছেন তিনি। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশের ছরা কেন্দ্রটি থেকে সমাজবাদী পার্টির হয়ে ভোটের টিকিট পাবেন বলে খুব আশা ছিল আদিত্য’র। সেই আশা চুরমার হওয়াতেই তাঁর আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত। পুলিশি জেরায় তিনি এসব কবুল করেছেন।



সাংবাদিকদের মুখোমুখি সমাজবাদী পার্টির জেনারেল অধিলেশ যাদব লক্ষনউ-এর পার্টি কার্যালয়ে।

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলার ট্যাবলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। মোদিকে চিঠি লিখে আর্জি মমতার। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে তিনি হতবাক এবং ব্যথিত। এতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা হয়েছে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে লিখেছেন, ‘দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বাংলা। তাই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে বাংলার মানুষেরা ব্যথিত হয়েছেন।’ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষের কথা

পাঞ্জাবে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর ভাই লড়বেন নির্দল প্রার্থী হয়েই

চণ্ডীগড়, ১৬ জানুয়ারি।। কলকাতায় পুরভোটের মুখে শাসক দলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে বিস্তর জলযোগা হয়েছিল। দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন শাসকদলের বেশ কয়েকজন নেতা। দেশের উত্তরের রাজ্য পাঞ্জাবেও শাসকদল কংগ্রেস বিধানসভা ভোটের মুখে একই সমস্যার মুখোমুখি। তবে ঘটনাটি ওজনে বাংলার থেকেও কিছুটা বড়। শাসকদল যাকে টিকিট দিতে রাজি হয়নি তিনি মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চমির ভাই, চিকিৎসক মনোহর সিংহ। রবিবার মনোহর জানিয়েছেন, কংগ্রেস তাঁকে টিকিট না দিলেও তিনি ভোটে লড়বেন। কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তিনি ভোটে দাঁড়বেন নির্দল প্রার্থী হয়ে। মনোহর রাজনীতিতে এসেছেন সম্প্রতিই। সরকারি মেডিক্যাল অফিসারের পদ ছেড়ে বিধানসভা ভোটে ঘোষণার মাস কয়েক আগেই কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হওয়াই যে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের লক্ষ্য, তা না বোঝার কথা নয় কংগ্রেস নেতৃত্বের। তারপরও বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকায় নাম রাখা হয়নি মনোহরের। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে কংগ্রেস এখন এক পরিবার এক পদ নীতিতে চলছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের আরও একজন সদস্যকে বিধায়ক পদের জন্য মনোনীত করা হচ্ছে না। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চমির পরিবার পাঞ্জাবের প্রভাবশালী পরিবার। পাঞ্জাবের প্রাথমিকশক্তির এলাকাগুলিতে এই পরিবারের জনপ্রিয়তাও রয়েছে। চমির ভাই মনোহর চেয়েছিলেন পুরাত্বের অন্তর্ভুক্ত বসসি পাঠান বিধানসভা এলাকায় তাঁকে প্রার্থী করা হোক। কিন্তু তার বদলে কংগ্রেস সেখানে প্রার্থী করেছে আগের ভারের বিধায়ক গুরপ্রীত সিংহ পালিকের। এমনকি গুরপ্রীতের সমর্থনে সেখানে জনসভাও করেছেন পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রধান নভজ্যোৎ সিংহ সিধু। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে মত, পাঞ্জাবে যেখানে দলের মধ্যে দুটি আলাদা শিবিরের বিবাদ জন্মের মত স্পষ্ট সেখানে বিধানসভা ভোটের মুখে এই ঘটনা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেতে পারে। রবিবার মনোহর নির্দল

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

পিছিয়ে যেতে পারে পাঞ্জাবের ভোট?

চণ্ডীগড়, ১৬ জানুয়ারি।। কোনও বিষয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির সুরে সুর মিলে যাচ্ছে, এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে। পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চামির পর বিজেপির পক্ষ থেকেও ভারতের নির্বাচন কমিশনকে পাঞ্জাবে নির্বাচন কয়েকটা দিন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হল। না করোনা ভাইরাস মহামারি নয়, দুই পক্ষের আবেদনেরই একটাই কারণ, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি গুরু রবিদাস জয়ন্তী। এর আগে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন এক সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হবে, ১৪ ফেব্রুয়ারি। ফলাফল প্রকাশ করা হবে ১০ মার্চ। কিন্তু, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চামি নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি দিয়ে পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন কমপক্ষে ছয় দিন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। ওই চিঠিতে তিনি জানান, ১৬ ফেব্রুয়ারি গুরু রবিদাস জয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যে গ্রুর ভক্ত উত্তরপ্রদেশের বারাগসীতে যান। তিনি দাবি করেন, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ ভক্ত বারাগসীতে যেতে পারেন। চামি আরও জানান, দলিত সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দল বিষয়টি তাঁর নজরে এনেছেন। রবিবার, বিজেপি দলের পক্ষ থেকেও গুরু রবিদাস জয়ন্তীর বিষয়টি বিবেচনা করে, পাঞ্জাবের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। দুই প্রধান দলের আবেদনের পর নির্বাচন কমিশন এখন কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই দেখার। তবে, নির্বাচনে যত বেশি সম্ভব মানুষের মতদান নিশ্চিত করাটাই তাদের লক্ষ্য। কাজেই, পাঞ্জাবের নির্বাচন শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এক মাঘ মাসের পূর্ণিমা ডিথিতে, সির গোবর্দনপুর নামে বারাগসীর অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মেছিলেন গুরু রবিদাস। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি পূর্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মৃত্যুর সময় এক চামার বর্ণের গর্ভের মহিলাকে দেখে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে সেই সুন্দরী মহিলা পরবর্তী জীবনে তাঁর মা হন। মৃত্যুর পর সেই নারীর গর্ভ থেকেই তিনি গুরু রবিদাস রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু আবার সমাজ সংস্কারকও। তিনি সন্ত কবিরের সমসাময়িক ছিলেন। জাতি বিবাদের বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়াই করেছিলেন। তাঁর জন্মদিনে সারা দেশ থেকে রবিদাসিয়া ধর্মের মানুষ বারাগসীতে তাঁর জন্মস্থানে তীর্থ করতে আসেন। ভক্তরা বারাগসীর পবিত্র গঙ্গা নদীতে ডুব দেন।

মার্সিডিজ-সহ ৭ গাড়ি, নগদ ১৪ কোটি বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতে!

চণ্ডীগড়, ১৬ জানুয়ারি।। অডিপিএস সেজে নির্মাণ কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ব্যবসায়ীদের থেকে দিনের পর দিন টাকা আদায়। প্রতারণার অভিযোগে হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার এক বিএসএফ আধিকারিক। অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে হতভম্ব পুলিশ। প্রায় ১৪ হাল নগদ ১৪ কোটি টাকা, এক কোটি টাকার সোনা-গয়না এবং বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ-সহ সাত-সাতটি বকমকে গাড়ি। অভিযুক্তের নাম প্রবীণ যাদব। গুরুগ্রামের মানেসরে ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড’ (এনএসজি)-এর সদর দফতরে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন বিএসএফ-র ডেপুটি কমান্ডেন্ট প্রবীণ। তাঁর বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে

প্রায় ১২৫ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে প্রবীণকে। সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছেন তাঁর স্ত্রী মমতা যাদব এবং বোন স্বত্ব। পুলিশ জানিয়েছে, আইপিএস অফিসার সেজে এনএসজি-র ক্যাম্পাসে নির্মাণ কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা তুলতেন প্রবীণ। তারপর সেই টাকা এনএসজি-র নামে একটি ভুয়া অ্যাকাউন্টে পাঠাতেন তিনি। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর বোন, যিনি একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। গুরুগ্রামের পুলিশ অধিকারিক প্রীত পাল সিংহ বলেন, ‘শোয়াহদের ৬০ লক্ষ টাকা খুঁিয়ে মানুষকে ঠকানো শুরু করে প্রবীণ।’

বাংলার ট্যাবলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে মোদিকে চিঠি

বিবেচনা করে এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী এক সঙ্গে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। বিষয়টি নজরে রেখে ট্যাবলো পাঠানোর অনুমতি চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু তা বাতিল করে কেন্দ্র। গত বছরও কেন্দ্র রাজ্যের কন্যাস্রী ও একাধিক সামাজিক প্রকল্প-সহ ট্যাবলো বাতিল করে। এ বছর কেন্দ্র আগোজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের থিম ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীকে মর্যাদা দিতে ২৩ জানুয়ারি থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস

উদযাপন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এ-ও জানা গিয়েছে যে, নেতাজির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এখন থেকে প্রতি বছরই ২৪ জানুয়ারির পরিবর্তে ২৩ জানুয়ারি থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন শুরু হবে। তা নজরে রেখেই বাংলার থিমের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘নেতাজি ও আজাদহিন্দ বাহিনী’। স্বাধীনতা সংগ্রামে বন্ধিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ থেকে বিরসা মুন্ডার মতো ব্যক্তিত্বের কী ভূমিকা ছিল, চিঠিতে তা দেখিয়েছেন মমতা। লিখেছেন, ‘স্বাষি বন্ধিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম জাতীয়তাবাদের মন্ত্র

‘বন্দেমাতরম’ লিখেছিলেন। যা পরে জাতীয় গান হয়। রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রথম ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধনাথ বন্দোপাধ্যায় দেশে প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন তৈরি করেন।’ মমতার বক্তব্য, বাংলার ট্যাবলো বাদ দেওয়ার অর্থ এই ইতিহাসকে অস্বীকার করা। যা বাঙালিকে অপমান করার শামলা। সে কারণেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে আমি হতবাক এবং ব্যথিত। এতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা হয়েছে।’

লাইফ স্টাইল

ওমিক্রনের প্রভাব কেটে গেলে মরসুমি সর্দি-কাশির মতো হয়ে যাবে করোনা?

ওমিক্রনের পর কী হবে? করোনা ভাইরাস কি মরসুমি ফ্লু’তে পরিণত হয়ে যাবে? যত দিন যাচ্ছে, এমনই সব প্রশ্ন উঠে আসছে। কিন্তু সেই প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর এখনও অথরা বলে জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। বিশ্বের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে যেরকম স্বচ্ছ ধারণা আছে বিশেষজ্ঞদের, তা এখনও করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে

নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ এবং করোনা বিষয়ক টেকনিক্যাল লিড মারিয়া ভান কেরখোল বলেন, ‘ভাইরাসের চরিত্র এখনও পালটাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে নয়া (করোনা) ভ্যারিয়েন্ট কীরকম হবে? ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে যেমন ধারণা আছে, তা (করোনার) ক্ষেত্রে নেই। বিশেষজ্ঞদের।’ সঙ্গে তিনি জানান, আগামী দিনে করোনার রূপ

কেমন হতে চলেছে, তা বোঝার জন্য আরও তথ্যের প্রয়োজন আছে। উইটারে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের করোনা বিষয়ক টেকনিক্যাল লিডের কথায়, ‘করোনা ভাইরাস এখনও মরসুমি হয়নি। এই ভাইরাস অন্যরকমভাবে পালটে যায়।’ এমনিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্তের হদিশ পাওয়ার পর বিশেষজ্ঞদের

একাংশ দাবি করেন, এটাই যে করোনার শেষ প্রজাতি নয়, তাতে কার্যত সিলমোহর পড়ে গিয়েছে। বস্তুনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ লিওনার্দো মার্তিনেজ বলেছেন, ‘ওমিক্রন যত দ্রুত ছাড়াচ্ছে, তাতে মিউটেশনের সুযোগ আরও বাড়ছে। যা আরও বেশি সংখ্যক করোনা ভাইরাস প্রজাতির আসার পথ প্রশস্ত করছে।’ তবে ওমিক্রনের পরবর্তী

কোনও করোনা ভাইরাস প্রজাতি কীরকম চরিত্রের হবে বা কীভাবে সংক্রমণ বাড়াবে, তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা। তাদের একাংশের বক্তব্য, ওমিক্রনের থেকেও দ্রুত ছাড়াচ্ছে, তাতে মিউটেশনের ফলে অসুস্থতার মাত্রা কম হবে কিনা বা যে টিকা আছে, তা কার্যকরী হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশস্ত করছে।

কোনও করোনা ভাইরাস প্রজাতি কীরকম চরিত্রের হবে বা কীভাবে সংক্রমণ বাড়াবে, তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা। তাদের একাংশের বক্তব্য, ওমিক্রনের থেকেও দ্রুত ছাড়াচ্ছে, তাতে মিউটেশনের ফলে অসুস্থতার মাত্রা কম হবে কিনা বা যে টিকা আছে, তা কার্যকরী হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশস্ত করছে।

ওমিক্রনে যেহেতু অসুস্থতার

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে খেতাব জয়



নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি। ফের লক্ষ্যভেদ করলেন ভারতের তরুণ ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন। রবিবার ইন্ডিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনালে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিঙ্গাপুরের লো কিয়ান ইউ-কে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে খেতাব জিতলেন তিনি। খেলার ফল লক্ষ্যের পক্ষে ২৪-২২, ২১-১৭। ফাইনালে ওঠার আগে দুটি ম্যাচে

তিন সেটে জিতেছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু ফাইনালে ৫৪ মিনিটের ম্যাচে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখাল তাঁকে। শুকুটা যদিও ভাল করেন কিয়ান। ৪-২ ব্যবধানে

এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু তাতে ঘাবড়ে যাননি লক্ষ্য। ম্যাচে ফেরেন তিনি। এক সময় ১৬-৯ ব্যবধানে এগিয়ে যান ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা। ১৯-১৭

ব্যবধানে লক্ষ্য এগিয়ে থাকা অবস্থায় পর পর তিন পয়েন্ট তুলে নেন কিয়ান। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি প্রথম সেট জিতে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৪-২২ ব্যবধানে জেতেন লক্ষ্য। প্রথম সেটে জিতে যাওয়ায় দ্বিতীয় সেটে অনেক খোলা মনে খেলছিলেন লক্ষ্য। প্রথমেই দিকে টান টান খেলা চললেও ৭-৭ ব্যবধান থেকে পর পর পয়েন্ট জিতে ম্যাচ নিজের পক্ষে টে পুরতে থাকেন লক্ষ্য। তার পর আর তাঁকে থামানো সম্ভব হয়নি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের পক্ষেও। ২১-১৭ ব্যবধানে সেট জিতে ম্যাচ ও সেই সঙ্গে খেতাব জেতেন তিনি। লক্ষ্যই হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি অভিষেকেই কোনও ইন্ডিয়ান ওপেনের খেতাব জিতলেন। এর আগে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে ভারতেরই কিদ্রি শ্রীকান্তের কাছে হারের পরে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। তবে এ বার সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিলেন তিনি।

টিসিএ-র এক নির্দেশেই ছনছাড়া মহকুমা ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারিঃ টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ২০১৯-র সেপ্টেম্বরে দায়িত্বে আসার পর একের পর এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বলা যায়, এক্ষেত্রে পূর্বতন কমিটিগুলিকে মাত্র ২৮ মাসেই কয়েক ভজন গোল দিয়েছে। সুতরাং নজিরবিহীন ঘটনা ঘটানো বর্তমান কমিটির কাছে স্রেফ জলভাত। গত ৩০ সেপ্টেম্বর টিসিএ-র যুগ্মসচিব এক অফিস অর্ডার মারফত সমস্ত মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গোটা ক্রিকেট মহল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কমা,

সেমিকোলনের বলাই নেই। একবারে দাড়ি টেনে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই মহকুমা ক্রিকেট একটা ছনছাড়া অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। অতীতে মহকুমা সংস্থাগুলি নিজদের সুবিধামতো ঘরোয়া ক্রিকেট করতো। টিসিএ কখনও হস্তক্ষেপ করতো না। বছরের পর বছর এভাবেই মসৃণভাবে মহকুমা ক্রিকেট হয়ে আসছিল। হঠাৎ করেই সব কিছু লভভভ হয়ে গেলো। গোটা রাজ্য জুড়ে এক সাথে নাকি ক্রিকেট শুরু করার পরিকল্পনা ছিল যুগ্মসচিবের। সেই মোতাবেক অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট সম্পন্ন হয়েছে।

কিন্তু সমস্ত ঘরোয়া প্রতিযোগিতা গোটা রাজ্যে একই সাথে করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দরকার। সমস্ত মহকুমা সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে সেই সব হয়নি। এক বিশেষ ক্ষমতাবান ব্যক্তি হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে মহকুমার ক্রিকেটকে ছনছাড়া অবস্থায় নিয়ে এসেছে। যদিও এর পেছনে একটা বিরাট রহস্য রয়েছে বলে মনে করেন এক আজীবন সদস্য। তার বক্তব্য হলো, আসলে টিসিএ কোনভাবেই সদস্য সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট করবে না। যেহেতু

●এরপর দুইয়ের পাভায়

শেষ টেস্টে ১৪৬ রানে জিতে ৪-০ অ্যাশেজ জিতল অস্ট্রেলিয়া



ক্যানবেরা, ১৬ জানুয়ারি।। পর পর দু' দিন ১৭টি করে উইকেট পড়ল। ফলে তিন দিনেই শেষ হয়ে গেল অ্যাশেজের শেষ টেস্ট। ইংল্যান্ডকে ১৪৬ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। পাঁচ টেস্টের অ্যাশেজ সিরিজ তারা জিতে নিল ৪-০ ফলে। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৫ রানে শেষ করে দিয়েও শেষ রক্ষা

হয়নি ইংল্যান্ডের। জেতার জন্য ২৭১ রানের লক্ষ্য নিয়ে ইংরেজদের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ২২৪ রানে। রবিবার সকালে দুই ইংরেজ বোলার মার্ক উড এবং স্টুয়ার্ট ব্রড যে লড়াইটা বিপক্ষ শিবিরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার তিন জোরে বোলার প্যাট কামিন্স, স্কট বোলান্ড এবং ক্যামেরন গ্রিনের

দাপটে তা কোনও কাজে লাগেনি। ইংল্যান্ডের হয়ে দুই ওপেনার রবি বার্নস এবং জ্যাক ক্রলি ছাড়া কেউ বিন্দুমাত্র লড়াই করতে পারেননি। কামিন্স, বোলান্ড এবং গ্রিন ৩টি করে উইকেট নেন। বার্নস ২৬ এবং ক্রলি ৩৬ রান করেন। ওপেনিং জুটিতে ৬৮ রান ওঠে। এর পর শুধুই ইংরেজ ব্যাটারদের বার্ঘতা। দাঁউইদ মালান (১০), জো রুট (১১), বেন স্টোকস (৫), অলি পোপ (৫) নাম বিলিসেরা (১) কেউ রান পাননি। এর আগে দ্বিতীয় দিনের ও উইকেটে ৩৭ রান নিয়ে খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। আট নম্বরে নামা অ্যালেক্স ক্যারে ৪৯ রান করেন। তিনি এবং গ্রিন (২৩) সপ্তম উইকেটে ৪৯ রান যোগ করেন। বাকিরা কেউ তেমন রান পাননি।

●এরপর দুইয়ের পাভায়

চাকরির আশায় প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারিঃ ২০১৪-তে পূর্বতন বাম সরকার শেষবার পিআই এবং স্পোর্টস অফিসার নিয়োগ করেছিল। সাত বছর কেটে গিয়েছে। আর নিয়োগ হয়নি। মাঝে কয়েকশে পিআই নিয়োগের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। জানা গেছে, সেই প্রক্রিয়াও এখন বিশ বাঁও জলে। ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। বিপিএড, এমপিএড ডিগ্রিধারীরাও নিজেজ হয়ে পড়ছে। জানা গেছে, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার কারণ কিন্তু কোভিড পরিস্থিতি নয়। দফতরের এক পর্যায়ের আধিকারিক সমস্ত চাকুরিগুলি বাগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ব্যবসা করার জন্য। তখন বিভিন্ন মহল থেকে বাধা আসে। এই কারণেই প্রক্রিয়া আপাতত থমকে গিয়েছে। মূলতঃ পিআই-র চাকুরিতে বিপিএড বা এমপিএড ডিগ্রিধারী নাকি প্রতিভাবান খেলোয়াড় কাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এনিয়ে দফতরের অন্দরে নাকি একটা কোম্পল তৈরি হয়েছে। চাকুরি জীবনের শুরু থেকেই কলেঙ্কারি তার পিছু ছাড়েনি এমনই এক আধিকারিক ময়দানে নেমেছেন। পিআই-র চাকুরিতে বিপিএড এবং এমপিএড ডিগ্রিধারীদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন। তার নিজের পছন্দের বেশ কয়েকজনকে চাকুরি দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি তিনি নাকি ব্যবসা করতে চান চাকুরি নিয়ে। তবে তার এই ধাদাবাজি শুরুতেই ধরে ফেলেছে অন্যরা। তাই পিআই-র চাকুরি নিয়ে ফের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। হতাশ হয়ে পড়ছে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা।

অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার চমক ভারতীয় কিশোর

পোর্ট অফ স্পেন, ১৬ জানুয়ারি।। তিনি স্পিনার। তবে ডান হাতি বা বাঁ হাতি নন, তিনি দো-হাতি। অর্থাৎ দু'হাতেই বল করতে পারেন। আর এই ভেলকি দেখিয়েই বিপক্ষের তিন উইকেট নিয়ে নিয়েছেন। অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রথম দিন থেকেই সবার আলোচনার কেন্দ্রে অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার নিবেশন রাখাক্ষরণ। আদতে যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর জন্মও হয়েছে ভারতে। মোহাইয়ে জন্ম রাখাক্ষরণের। ভেক্টরায়মবন, অশ্বিনের রাজ্যের ভূমিপুত্র গুরুতে ডান হাতেই বল করতেন। ২০০৮ সালে তাঁর যখন ৬ বছর বয়স তখন এক দিন তাঁর বাবা তাঁকে বলেন বাঁ হাতেও বল করা শুরু করতে। বাবা তাঁকে বলেন, তিনি টেলিভিশনে কাউকে দু'হাতে বল করতে দেখেননি। ছেলে যেন সেই চেষ্টা করে। সেই শুরু। এখন দু'হাতেই সমান বল করতে পারেন। গত বছর এক সাক্ষাৎকারে রাখাক্ষরণ বলেন, “আমার ব্যর্থ হওয়ার কোনও ভয় ছিল না। কে কী বলছে সেটাও ভাবিনি। বাবার কথা শুনে বল করে গিয়েছি। শুধু চেষ্টা করেছি কোন উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারছি।” পরিবার অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়ায় সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। এখন শেন ওয়ার্নের দেশের হয়েই খেলেন তিনি। সাধারণত বাঁ হাতি ব্যাটার সামনে থাকলে রাখাক্ষরণ ডান হাতে বল করেন। অন্যদিকে ডান হাতি ব্যাটার থাকলে বল চলে যায় বাঁ হাতে। কখনও কখনও আবার ডান হাতি ব্যাটারকে ডান হাতেও বল করেন। হাত বদলের ফলে ব্যাটারের খোমতে সমস্যা হয়। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ১০ ওভারে ৪৮ রান দিয়ে ও উইকেট নিয়েছেন তিনি। সামনেই আইপিএল-এর নিলাম। বিরল প্রতিভার এই স্পিনারের কোনও জ্ঞানসঞ্চার নজরে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই আইপিএল-এর স্বাদ পেয়েছেন রাখাক্ষরণ। গত বছর ছিল ক্যাপিটালসের নেট বোলার ছিলেন তিনি। দেখা যাক এবার মূল মঞ্চে সুযোগ হয় কি না।

লালের দর্পচূর্ণ করলো রামকৃষ্ণ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারিঃ বড় বাজেটের দল হলেই সাফল্য আসবে এমন নয়। দল পরিচালনাকারীদেরও বড় দায়িত্ব নিতে হয়। শহরের অন্যতম বনেদি প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ সাফল্যের প্রত্যাশায় ছিলেন। কিন্তু রাখাল শিষ্ট থেকে শুরু করে লিগের প্রথম দুই ম্যাচে সেই প্রত্যাশা পূরণ হলো না। শিষ্টের প্রথম ম্যাচেই হেরে যেতে হয়েছে। লিগে প্রথম ম্যাচে ড্র করার পর এদিন রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে গেলো। শেষ পর্যন্ত কি হবে কিংবা লালবাহাদুর লিগে কি করবে তা সময়ই বলবে। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, দল গঠনে কর্মকর্তারা মোটেই মৃগিয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি। বিদেশিও ফ্লপ। ফলে একটা কঠিন সমস্যার মুখে পড়েছে লালবাহাদুর। যার প্রতিফলন দেখা গেলো এদিন। তুলনায় কম বাজেটের রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে

হেরে গেলো লালবাহাদুর। তবে এই ফলাফল মোটেই অর্থনৈতিক নয়। শিষ্ট এবং লিগের প্রথম ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব খুব খারাপ খেলেনি। বেশ কয়েকজন ভালো মানের ফুটবলার রয়েছে। অনেক বছর পর প্রথম ডিভিশনে খেলছে। তাই ক্লাবের কর্মকর্তারাও সাধা মতো খরচ করেছেন। এরই পাশাপাশি রাজ্যের অভিজ্ঞ কোচ কৌশিক রায়-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রবীণ, ধনরাজ, সতাম, বিকাশ-রা গোটা ম্যাচেই দৌড়লো। একবারের জন্যও প্রতিপক্ষকে ফাঁকা জমি দেয়নি। দুইটি উইংকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন কোচ কৌশিক রায়। সার্ভিকভাবে মাটি খুব উচুমানের হয়েছে এমন নয়। তবে এরই মাঝে চোখে পড়লো রামকৃষ্ণ ক্লাবের ভয়হীন ফুটবল। লালবাহাদুর নামটা বড়। তবে বড় নামের সামনে ভয় পায়নি। বুক চিতিয়ে লড়াই করেছে। ফলে লালের দর্পচূর্ণ করে একটা

অসাধারণ ফুটবল উপহার দিলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। ২০১৩ থেকে লালবাহাদুরকে কোচিং করাচ্ছেন খোকন সাহা। তিনি আসলে একজন রেফারি। কোচের পেছনে অর্থ খরচ করার চেয়ে ক্লাবের একজনের হাতেই তাই দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০১৩ এবং ২০১৮-তে খোকন সাহা-র কোচিং-এ লিগ জিতেছিল লালবাহাদুর। এবারও তার উপরই দায়িত্ব পড়েছে। যদিও এদিন তার দল খুব খারাপ ফুটবল খেললো। বলা যায়, লালবাহাদুরের প্রতিটি বিভাগেই কোয়ালিটি ফুটবলারের অভাব রয়েছে। সেটাই দলকে ভোগাচ্ছে। ভবিষ্যৎ-এ ভোগাবে। এদিন ম্যাচের ৭৭ মিনিটে রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে বিকাশ ত্রিপুরা। এই একটি গোলেই জয় তুলে নেয় রামকৃষ্ণ। রেফারি ২৪ মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় তাপস দেবনাথ রামকৃষ্ণ ক্লাবের সুমিত ধানুক, প্রবীণ সুব্বা, বিকাশ ত্রিপুরা-কে হলদু কাঁচ দেখিয়েছেন।

খেতাবি দৌড়ে মহাত্মা গান্ধী পিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারিঃ ক্লিনা মর্নিং ক্লাবকে হারিয়ে খেতাবি দৌড়ে নিজদেশে অবস্থান মজবুত করলো মহাত্মা গান্ধী পিসি। ছয় দলীয় আসরে খেতাবি দৌড়ে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দী জম্পুজলা। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এদিন হেরে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়লো ক্লিনাও। মহাত্মা গান্ধীর আরও দুইটি ম্যাচ আছে। আগামীকাল তারা খেলবে চলমান সপ্তমের বিরুদ্ধে। এছাড়া ২০ জানুয়ারি তাদের প্রতিপক্ষ বিশ্রামগঞ্জ। দুইটি দলের বিরুদ্ধে জয় পাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ধারে-ভারে মহাত্মা গান্ধী পিসি দুইটি দলের থেকেই এগিয়ে। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা ক্লিনা মর্নিং ক্লাবকে ৪-২ গোলে হারিয়ে দেয়। বেশ জমজমাট একটি ম্যাচ হয়েছে। দুইটি দলেই ছিল বেশ কয়েকজন স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনি। ফলে দুইটি দলের খেলায় মধ্যেরই একটা জমজমাট ছিল। পাসিং খুব নিখুঁত না হলেও একবারে খারাপও ছিল



যায়, আর কয়েক বছর পর ছেলেদের মতো ক্লিনার মেয়েরাও রাজ্য মাতাবে। এদিন হারলেও তারা একবারের জন্যও লড়াই থেকে দূরে সরে যাননি। ম্যাচের ৪ মিনিটে দীপালি হালান-র গোলে এগিয়ে যায় মহাত্মা গান্ধী। ১৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করে কাজলতি

প্রথমার্ধে ৩ গোলে পিছিয়ে থাকা ক্লিনা দ্বিতীয়ার্ধে জুড়ে উঠে। অলআউট আক্রমণে ঝাঁপায়। বেশ কিছু সুপারিক্রিয়ত আক্রমণ তারা তুলে আনে মহাত্মা গান্ধী পিসি-র বক্সে। এমনই একটি আক্রমণ থেকে ক্লিনার হয়ে ব্যবধান কমায় সুমিতা

●এরপর দুইয়ের পাভায়

এক ক্রীড়া নীতির ভয় দেখিয়ে ৪৬ মাস রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ-র সর্বনাশ করা হলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারিঃ বর্তমান রাজ্য সরকারের ক্রীড়া নীতি আজ কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে তা জানতে চাইছেন রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ-র মানুষ। কেন্দ্রে-রাজ্যে একই দলের সরকার। যাকে বলা হয় ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের ৬০ মাসের মধ্যে তো ৪৬ মাস অতিক্রান্ত। এই সরকারের আয়ু বেশি হলে ১৩-১৪ মাস। কিন্তু বেশি হলে ১৩-১৪ মাস। ১৩-১৪ মাস সেই সরকারের বিখ্যাত ক্রীড়া নীতি আজ কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে। ২০১৯ সালে ক্রীড়া পর্ষদের ইনচার্জ সচিব হিসাবে যিনি রাজ্যে এক মাসের নোটিশে ক্রীড়া নীতি কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই মনিক সাহা এখন শুধু টিসিএ-র সভাপতি নন তিনি রাজ্যের শাসক দলের প্রদেশ সভাপতি। যদিও মনিক সাহা ক্রীড়া পর্ষদের ইনচার্জ সচিব হিসাবে যে ক্রীড়া নীতি কার্যকর করার নোটিশ

দিয়েছিলেন সেই মনিক সাহা এখন যে টিসিএ-তে সেই টিসিএ কিন্তু ক্রীড়া নীতির অনেক বাইরে। অর্থাৎ ক্রীড়া পর্ষদের ইনচার্জ সচিব হিসাবে মনিক সাহা যে ক্রীড়া নীতি কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই মনিক সাহা টিসিএ-তে এসে সেই ক্রীড়া নীতি মানতে বাধ্য নন। তবে সে অর্থা প্রসঙ্গ। তবে ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার বদলের পর রাজ্য সরকার ক্রীড়া নীতি বিধানসভায় পাস করে। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে বিধানসভায় ক্রীড়া নীতি গৃহীত হয়। তারপর থেকে আজ ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস। ক্রীড়া পর্ষদের তরফে মনিক সাহা-র আমলে এক মাসের সময় দিয়ে ক্রীড়া নীতি কার্যকর করার একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। এই নোটিশের কয়েক বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু ক্রীড়া নীতি আজ কোথায় কি অবস্থায় আছে কেউ জানে না। মাঝে কিছু দিন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের তরফে ক্রীড়া নীতি নিয়ে হৈচৈ। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে

হুমকি দিতেই যা দেখা গেছে। ক্রীড়া নীতির ভয় দেখিয়ে অবশ্য স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির সরকারি বরাদ্দ (অনুদান) প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে ক্রীড়া পর্ষদের কর্তাদের পক্ষে মনিক কোন কোন ক্রীড়া সংস্থা সরকারি অনুদান পেয়েছে বা এখনও পাচ্ছে। তবে দুই বছর ধরে যখন ক্রীড়া পর্ষদের কোন আয়-ব্যয় হিসাব সামনে আসছে না, কোন বাজেট প্রকাশ হচ্ছে না। বার্ষিক সাধারণ সভার কোন খবর খোদ সদস্যরা জানেন না তখন ক্রীড়া সংস্থাগুলির সরকারি অনুদান পাওয়া নিয়ে কোন তথ্য পাওয়া সমস্যা। তবে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, ডাবল ইঞ্জিনের এই সরকারের তো ৪৬ মাস চলে গেছে। রাজ্য সরকার কিন্তু এখনও ক্রীড়া নীতি কার্যকর করতে পারেনি। এটা কিন্তু রাজ্য সরকারের অন্যতম বার্ঘতা। তার চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে, এই এক ক্রীড়া নীতিকে সামনে রেখে ক্রীড়া পর্ষদ যা খুশি তা করে গেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। ক্রীড়া জগৎ-র

মানুষ ঠিক বুঝে উঠে পারছে না। আসলে ক্রীড়া নীতি কি অবস্থায় আছে? আর ক্রীড়া নীতির কথা বল এতদিন বাজার ক্রীড়া জগৎ-কে এক প্রকার পন্থু করে রাখা হলো তাতে কার লাভটা হলো? বরং এই ৪৬ মাসে রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ-র বিরাট ক্ষতি করে দিয়ে গেলে। এক ক্রীড়া নীতি যা এখনও বাস্তবায়নই হয়নি। আর যে ক্রীড়া নীতি এখনও কার্যকর করা যায়নি সেই ক্রীড়া নীতির ভয় দেখিয়ে যারা রাজ্যের খেলাধুলার চরম ক্ষতি করে গিলেন তাদের কি বিচার হবে? অভিযোগ, অতি বাম ভক্তরা জামা পাল্টে অতি বাম ভক্ত হয়ে এক ক্রীড়া নীতির ভয় দেখিয়ে নিজদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে আজ রাজ্যের ক্রীড়াদানে বিরাট ক্ষতি সৃশ্রুতা তৈরি করেছেন। রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ-র মানুষ নিশ্চয় এদেশে জন্য সন্তোষ পান। দেখা যাক এবার দিলে নিশ্চয় এনিয়ে মানুষ ভাববে।

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE**Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura**

Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur



দিব্যাস্ত্র ব্যক্তির বুলন্ত দেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৬ জানুয়ারি।। নিজ গৃহে খুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক মুক ও বধির ব্যক্তির মৃতদেহ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা আমবাসা থানাধীন কুলাই বাজার সংলগ্ন রামবর্তন পাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম রাখাল দেবনাথ (৪২)। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী ওই ব্যক্তি স্থানীয় পঞ্চায়েতের তৈরি করে দেওয়া ঘরে একই বাস করত। গত কিছুদিন যাবৎ মানসিক ভাবেও কিছুটা অবসাদগ্রস্ত ছিল বলে প্রতিবেশীদের দাবি। রবিবার বেলা দশটা নাগাদও তার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী গিয়ে তার ঘরে উঁকি দিলে দেখতে পায় তার দেহ ঘরের মধ্যেই ঝুলছে। ওই ব্যক্তির ডাকাডাকিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে আমবাসা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

টাকার বিছানা থেকে আটক চোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ জানুয়ারি।। টাকার বিছানায় ঘুমানো ততটা কঠিন নয়। বাম আমলে সেই অসম্ভব কাজটি সম্ভব করে দেখিয়েছিলেন তৎকালীন এক নেতা। আর রাম আমলে সেই কাজটি করে দেখালো এক নাবালক চোর। মন্দির থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া প্রণামী বাস্র থেকে সব টাকা নিজের বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখে সেই অভিযুক্ত। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পুলিশ একটা বিষয় প্রমাণ করে দিয়েছে তারা চাইলে সবকিছুই সম্ভব। বিলোনিয়ার কলেজ স্কোয়ারস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির চুরির ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া টাকা-পয়সাও। পুলিশ যখন অভিযুক্ত নাবালকের বাড়িতে যায় সে ওই সময় টাকার বিছানায় ঘুমিয়েছিল। পুলিশ গিয়ে তাকে ঘুম থেকে জাগায়। প্রথমে অভিযুক্ত দাবি করে সেই



টাকা-পয়সা নাকি কাজের বিনিময়ে এক দোকান মালিক দিয়েছে। পরে পুলিশের জেরায় অভিযুক্ত স্বীকার করে তারা দুজন মিলে মন্দির থেকে প্রণামী বাস্র চুরি করে নিয়ে যায়। অপর অভিযুক্তকেও এখন জালে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও চোরের দল প্রমাণ করে দিল কোন জায়গাই নিরাপদ নয়। সেটা বাড়িঘর হোক, কিংবা দোকানপাট অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সর্বত্রই তাদের রাজত্ব চলছে। গভীর রাতে চোরের দল

মন্দিরে হানা দিয়ে প্রণামী বাস্র চুরি করে নিয়ে যায়। তবে ঘটনাটি জানাজানি হয় রবিবার সকালে। এদিন পথচারী এবং এলাকাবাসী মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দেখতে পান প্রণামী বাস্রটি জায়গামতো নেই। তারা এদিক ওদিক খুঁজতে প্রণামী বাস্রের হালি পানি। পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেন। এর আগেও শহুরে এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু পুলিশ চোর ধরতে বরাবরই ব্যর্থ।

নাবালিকা অপহরণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ১৬ জানুয়ারি।। স্কুলে পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে অপহৃত ১৪ বছরের ছাত্রী। বঙ্গনগরের কলমচৌড়া থানাধীন কলসীমুড়া এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, জীবন নম: নামে এক যুবক মেয়েটিকে অপহরণ করেছে। অভিযুক্তের বাড়ি সোনামুড়া থানাধীন মতিনগর পঞ্চায়েত এলাকায়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ জীবন নম: তার দুই বন্ধুকে সাথে নিয়ে বঙ্গনগর নতুন মোটরস্ট্যাণ্ডে আগে থেকেই ছাত্রীর অপেক্ষায় ছিল। নাবালিকা যখন ওই রাস্তা ধরে আসে তখন জোরপূর্বক তার মুখ চাপা দিয়ে গাড়িতে তুলে নেয়। ওই ছাত্রী উমেশ চন্দ্র এসবি স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত। অভিযোগ গত ৬ মাস ধরে মেয়েটিকে বিদ্যালয়ে

হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিক্রেতার রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৬ জানুয়ারি।। হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিক্রেতার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দেখা দিয়েছে। পরিত্যক্ত জমিতে কাঁদা মাখানো অবস্থায় দেহটি পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। মৃত ব্যক্তির নাম হরিশাধন ধর (৭০)। সম্প্রতি সময়ে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। ঘটনা মোহনপুরের জগৎপুর এলাকায়। আগে মোহনপুর বাজারে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিক্রি করতেন হরিশাধন। তার দুই ছেলে বাড়িতে

রয়েছে। মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় হোমিওপ্যাথির ওষুধ বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। প্রায়ই তাকে এলাকার বিভিন্ন রাস্তা বাগানে এবং কৃষি জমিতে একা ঘোরাফেরা করতে দেখা যেতো। প্রায়ই না খেয়ে হরিশাধনকে বিভিন্ন জঙ্গল এবং কৃষি জমিতে দেখা যেতো। রবিবার সকালে রাঁঙাছড়ায় একটি পরিত্যক্ত জমিতে কাঁদা মাখানো অবস্থায় মিলে তার দেহ। এরপর থেকেই নানা ধরনের গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল। মানসিক অসুস্থ এই প্রবীণকে খুন করা হয়েছে কিনা তা নিয়েও নানা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।

পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। মৃতের দুই ছেলের অবস্থা কোনও ধরনের অভিযোগ নেই। অনেকের আবার ধারণা প্রচণ্ড ঠান্ডায় না খেয়ে মৃত্যু হয়েছে এই প্রবীণের। তাকে নাকি ছেলেরা বাড়িতে দেখভালও করতেন না। মোহনপুরে এভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু নতুন কিছু নয়। আগেও প্রাণ নাগরিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন জঙ্গল অথবা জমিতে। এবার ঘটনার সঙ্গে হরিশাধনের মৃত্যুর যোগসাজশ হয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে।

পরিচরিকা ধর্ষণে গ্রেফতার যুবক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। গৃহ পরিচারিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। রবিবারই ফারুক মিয়া নামে এই যুবককে খয়েরপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে গ্রেফতার করে অমরপুর থানায় নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ওই পরিচারিকা এখন ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ফারুককে বাড়িতে স্ত্রী-সহ তার তিন শিশু সন্তান রয়েছে। অমরপুর এলাকা থেকে ওই

মহিলাকে ফারুক তার খয়েরপুরের বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে কাজের জন্য এনেছিলেন। ওই মহিলা অমরপুর ফিরে গিয়ে থানায় মামলা

করেন। গত ১৪ জানুয়ারি বীরগঞ্জ থানায় ফারুককে বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলাটি নথিভুক্ত হয়। এই মামলার ভিত্তিতেই রবিবার গ্রেফতার করা হয় ফারুককে। ফারুক জানিয়েছে বাড়িতে কাজের জন্য ওই মহিলাকে তার এক আত্মীয় পাঠিয়েছিলেন। তার বাড়ির সন্তানদের দেখভালের জন্যই মহিলাকে আনা হয়েছিল। ঘরের মধ্যে স্ত্রী এবং সন্তান থাকে। এই পরিস্থিতিতে তাকে ধর্ষণ করা কখনোই সম্ভব ছিল না। মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

টিপসে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। টিপসের পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে তুমুল উত্তেজনা। ভাঙচুর ১নং হোস্টেলে। গভীর রাতে আন্দোলনে বসলেন ছাত্রীরা। রাতভর উত্তেজনা চলে টিপসের হোস্টেলের মধ্যে। গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন চলতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, সোমবার থেকে তারা কলেজে যাবেন না। পরীক্ষা

বাতিল করতে হবে। করোনা অতিমারির মধ্যে কলেজে অফলাইনে পড়ুয়াদের বন্ধ রাখতে হবে। রাতভর এই দাবিতে হুইচই চলতে থাকে হাঁপানিয়ার টিপসে। সোমবার এই ঘটনা নিয়ে টিপস কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসবেন বলে জানা গেছে। আন্দোলনে বেশিরভাগ ছিলেন প্যারামেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীরা। তারা হোস্টেলের সামনে বসে

কলেজ বন্ধ রাখতে স্লোগান দিতে থাকে। জানা গেছে, টিপসে তিন ছাত্র করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। রবিবার এনএসইউআইর রাজ্য সভাপতি সম্রাট রায় টিপসের তিন ছাত্র করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা বলেছিলেন। কলেজের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিও তিনি তুলেছিলেন। এদিন রাতে কলেজের হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা জড়ো হয়ে



রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন রাস্তার পাশে সুরেশ সিনহাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পাশেই পড়েছিল তার বাইচকি। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা সুরেশ সিনহাকে উদ্ধার করে কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফটিকরায় মর্গে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ এদিনই পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যেভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তা দেখেই স্থানীয়রা সুরেশ সিনহা'র মৃত্যুক দুর্ঘটনা বলেই মনে করছেন। এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলে মৃত্যুর কারণটি আরও স্পষ্ট হতে পারে।

মা-বাবাকে লাঞ্ছনা দিয়ে আত্মঘাতী ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। বাবা-মা'র সঙ্গে বগড়া করে আত্মঘাতী ছেলে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা তেলিয়ামুড়ায়। নিহত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ সরকার (৩০)। রবিবার জিবিপি হাসপাতালে মৃত দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। প্রসেনজিৎের মা জানান, মকর সংক্রান্তির রাতে পিকনিক করতে তার ছেলে হঠাৎ আঁস এবং মোরগের মাংস এনেছিল। এগুলি রান্না করার পর একটি বাটিতে মাংস নিয়ে চলে যায়।



রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে বাবা-মা দু'জনকেই মারধর করে। এর পরই তারা বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় ভাড়া যেতে চান। শুক্রবার সকালেও ছেলেকে এই কথা জানিয়ে দেন তারা। এরপরই নদীর পাড়ে গিয়ে বিষপান করে প্রসেনজিৎ। তাকে প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় জিবিপি হাসপাতালে। জিবিপি হাসপাতালে আনার পরও পায়ে হাটতে পারছিলেন প্রসেনজিৎ। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ মারা যান। এই মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

স্বামীর প্রেমিকার বাড়িতে হাজির স্ত্রী, তুলকালাম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জানুয়ারি।। আগরতলার রামনগর ৮নং রোডের বাসিন্দা সুদীপ সাহার স্ত্রীর অভিযোগ, তার স্বামী উদয়পুর মহাদেববাড়ি সংলগ্ন এলাকায় অপর এক মহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন। তবে এই সম্পর্কের জন্য নিজের স্বামীর চাইতেও অপর মহিলাকেই দোষারোপ করেছেন সুদীপবাবুর স্ত্রী। রবিবার স্বামীর খোঁজে সুদীপ সাহার স্ত্রী উদয়পুর ছুটে আসেন। সেখানে গিয়ে স্বামীকে ওই মহিলার ভাড়া বাড়িতেই খুঁজে পান তিনি। স্বাভাবিক কারণে স্বামীকে দেখেই তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে যান। কিভাবে স্ত্রী-সন্তান কেলে সুদীপবাবু প্রেমিকার বাড়িতে পড়ে আছেন তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেন। এলাকায় লোক জমায়েত হলে আরও চিংকার করতে থাকেন সুদীপ সাহার স্ত্রী। তিনি স্ববদামধ্যমকে জানান, গত



কয়েক মাস আগে ফেসবুকের সূত্র ধরে নতুনবাজারের ওই মহিলার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। ওই মহিলারও এক পুত্র সন্তান আছে। তবে স্বামীর পরিচয় জানা যায়নি। বর্তমানে ওই মহিলা মহাদেববাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এক বাড়িতে ভাড়া থাকেন। অভিযোগ,

সুদীপ সাহা নিয়মিত ওই ভাড়া বাড়িতে আসেন। স্ত্রী-সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের কিছু না জানিয়ে সেখানেই রাত্রিযাপন করছেন। এই কথা স্ত্রীর পান পৌছা মাত্রই তিনি ছুটে আসেন উদয়পুরে। স্বামী-স্ত্রী এবং অপর মহিলার চিংকার চোঁচামেচিতে

এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়। খবর পেয়ে আরকেপুর থানার পুলিশও ছুটে আসে। পুলিশ এসে সুদীপ এবং তার প্রেমিকাকে গাড়ি করে থানায় নিয়ে আসে। তাদের পেছনে সুদীপের স্ত্রীও থানায় আসেন। জানা গেছে, আরকেপুর মহিলা থানায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে কারোর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন কিনা সেই খবর নেই। এদিন সুদীপ সাহার স্ত্রী অভিযোগ করেন, তার স্বামীকে নেশায় আসক্ত করে অপর মহিলা টাকা-পয়সা এবং সম্পত্তি হাতিয়ে নিচ্ছে। ওই মহিলা নাকি আগেও দুই স্বামীকে ছেড়ে এসেছেন। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি অপর মহিলাকেই দায়ী করছেন। তবে কারও যাই হোক, সামাজিক অবক্ষয় কিভাবে শিক্ষিত সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার আরও এক দৃষ্টান্ত দেখা গেল মন্দিরনগরীতে।

TAAL
THE MUSICAL GROUP
এখানে যন্ত্রশিল্পী সহযোগে বাংলা হিন্দি সহ সব ধরনের গান এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
— যোগাযোগ —
Mob - 9920141749

আরোগ্য
The Complete Homoeo Health Solution
আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র 'আরোগ্য'।
Call or Whtpps : 9612721087 / 6909988137
Behind East Police Station, Old Motorstand, Agartala,
Website : www.aroghyahomoeo.com
বিঃদ্রঃ- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র।
100% safe and secure 100% Harbal

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়
আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যাই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিস্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।
মিয়া সুফি খান
যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, ধেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুমন, সন্তানের চিডা, ষণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যা তুলানি সমাধান পাবেন আমাদের কাছে দ্বারা।
যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিস্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং আর-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। পরে আরও একটি নাম।
মোবাইল ৪ 8798144508 / 8798144507
ঠিকানা- ভোলাগাঁও, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

বিশেষ দ্রষ্টব্য
প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

VISION CONSULTANCY
Admission Point
We Provide Admission Guidance for **MBBS / BDS / BAMS** TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

NM নাইটিংগেল নার্সিং হোম
ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

যোগাযোগ :
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771